বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫ – ২০১৬

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.probashi.gov.bd

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বার্ষিক প্রতিবেদন
জুলাই ২০১৫ - জুন ২০১৬

নির্দেশনায়: বেগম শামছুন নাহার
সচিব

সম্পাদনায়: সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দ

(১)	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	আহ্বায়ক
(২)	যুগ্মসচিব (বাজেট)	সদস্য
(৩)	যুগ্মসচিব (কর্মসংস্থান ও পলিসি)	সদস্য
(৪)	যুগ্মসচিব (প্রশিক্ষণ)	সদস্য
(৫)	যুগ্মসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)	সদস্য
(৬)	যুগ্মসচিব (মিশন ও কল্যাণ)	সদস্য
(৭)	যুগ্মসচিব (সংস্থা)	সদস্য
(৮)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কর্মসংস্থান), বিএমইটি	সদস্য
(৯)	মহাব্যবস্থাপক, বোয়েসেল	সদস্য
(১০)	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক , প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	সদস্য
(১১)	উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড	সদস্য
(১২)	উপসচিব (সংসদ ও সমন্বয় শাখা)	সদস্য সচিব

প্রচ্ছদ ও ডিজাইন:
প্রকাশনায়: সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা, প্রশাসন ও বাজেট অনুবিভাগ
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মুদ্রণে:

প্রকাশকাল:
২৮ আশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
১৩ অক্টোবর ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

অধ্যায়-১

মন্ত্রণালয় পরিচিতি

১.১ ভূমিকা:

বাংলাদেশের বিকাশমান অর্থনীতিতে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বৈদেশিক কর্মসংস্থান আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম সহায়ক শক্তি। তাঁরা কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে প্রেরণ করে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করে চলেছে। জনশক্তিতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৬০% জন ১৮-৫৯ বয়স সীমার মধ্যে। সম্ভাবনাময় কর্মক্ষম এ জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণত করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার এ সেক্টরকে 'থ্রাস্ট সেক্টর' হিসাবে ঘোষণা করেছে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও কর্মী প্রেরণ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে সমঝোতার সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্যে ও উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে বাংলাদেশী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে অভিবাসন শুরু হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে উৎসাহিত ও সহায়তা করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৭৬ সালে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে সরকারি পর্যায়ে কর্মী বাছাই ও বিদেশে কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটিড (বোয়েসেল) নামে একটি সরকারি রিক্রুটিং সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এরপর ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয় বর্তমানে যা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নামে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রবাসীদের কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে বাংলাদেশ সরকার ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করে। এ মন্ত্রণালয় গঠনের উদ্দেশ্য হল প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ করা। দেশের সকল অঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশ যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টিসহ অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ নিশ্চিত করতে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরবর্তী কালে অভিবাসী কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় নির্বাহের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ২০১১ সালের এপ্রিল মাসে 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃএকত্রিকরণ (Reintegration) এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর জন্য ২০১০ সালে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিড মানি হিসেবে প্রদত্ত ১৪০ কোটি টাকা দিয়ে মন্ত্রণালয়ের আওতায় "অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল" গঠিত হয়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ৭১-৭২, পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০ এ অবস্থিত। এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ০১ জন সচিব, ০২ জন অতিরিক্ত সচিব, ০৮ জন যুগ্মসচিব. ১১ জন উপ সচিব, ০২ জন উপপ্রধান, ১২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/ সহকারী সচিব, ০১ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান কর্মরত আছেন।

এ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতার ফলে বিশ্বের ১৬১ টি দেশে ৯৮ লক্ষের অধিক বাংলাদেশী কর্মী গমন করেছে। দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায় একদিকে যেমন দেশের বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে প্রবাসীদের প্রেরিত মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশের আমদানি ব্যয় মেটানো, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ৫৩৭ জন কর্মী বিএমইটির ছাড়পত্র নিয়ে বিভিন্ন দেশে গমন করেছে এবং তাদের অর্জিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ১৪.৯৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১.২ ভিশন ও মিশন:

ভিশন:

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপদ অভিবাসনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

মিশন:

আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরি, বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণ, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অধিকতর কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে অভিবাসন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন।

১.৩ কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১. দক্ষ জনবল তৈরি
২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ
৩. প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ
৪. রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি

১.৪ প্রধান দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996) অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান **মন্ত্রণালয়ের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:**

১. অভিবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ, নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ;
২. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বিদেশে প্রচলিত শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;
৩. নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের লক্ষ্যে নতুন/অপ্রচলিত শ্রমবাজার সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
৪. নার্স, গৃহকর্মী, বয়স্কসেবা, শিশু পরিচর্যা, গার্মেন্টস ইত্যাদি পেশায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিক হারে মহিলা কর্মী বিদেশে প্রেরণে কার্যক্রম গ্রহণ ও মহিলা কর্মীদের জন্য নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধান;
৫. বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী সৃষ্টি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন;
৬. অভিবাসন ব্যয় হ্রাসসহ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা;
৭. রিক্রুটিং এজেন্সিগুলির নিবন্ধন, লাইসেন্স প্রদান ও তাদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
৮. দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অধিক হারে অংশগ্রহণ ও বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা;
৯. দেশের সকল অঞ্চল হতে বিশেষত অনগ্রসর মঙ্গাপ্রবণ উত্তরাঞ্চল হতে কর্মীদের বিদেশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি;
১০. রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণে বাংলাদেশি কর্মীদের উদ্বুদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদান;
১১. প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা;
১২. দেশে প্রত্যাগত প্রবাসী কর্মীদের বিদেশে অর্জিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাকে দেশের উন্নয়নে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ;
১৩. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর ও দপ্তরসমূহের (বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আনার্স কল্যাণ তহবিল, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ;
১৪. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের শ্রম উইং-এ জনবল নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
১৫. অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা;
১৬. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশের সরকার ও সংস্থার সাথে এ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন;
১৭. এ মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, আইন ও বিধিসমূহ প্রণয়ন/সংশোধন;
১৮. অবৈধ অভিবাসন বন্ধে ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স পরিচালনা করা;
১৯. বৈধ পথে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য জনগণের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি ও অবৈধ অভিবাসনের ঝুকি ও প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;
২০. বিদেশে নিয়োগকৃত কর্মী, নিয়োগকারী দেশ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংরক্ষণ।

১.৫ সাংগঠনিক কাঠামোঃ

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ৪টি অনুবিভাগের অধীন ৯টি অধিশাখা, ২০টি শাখা ও ০১টি শ্রমবাজার গবেষণা সেলের আওতায় এ মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের মোট জনবল ১৩৯ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা মোট ৩৮ জন, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল মোট ১০১ জন। বর্তমানে মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে সচিব ০১ জন, অতিরিক্ত সচিব ০২ জন, যুগ্মসচিব ০৮ জন, উপসচিব ১১ জন, উপপ্রধান ০২ জন, সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব/সচিবের একান্ত সচিব ১২ জন, সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান ০১ জন, সহকারী পোগ্রামার ০১ জন ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ০১ জন কর্মরত আছেন। এছাড়া এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিদেশস্থ মোট ২৫টি দেশে ২৮টি শ্রম উইং রয়েছে। শ্রম উইংসমূহে মোট জনবল ১৮২ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণি ৪৫ জন, দ্বিতীয় শ্রেণি ১৬ জন তৃতীয় শ্রেণি ১২০ জন ও চতুর্থ শ্রেণি ০১ জন। মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম পরিশিষ্ট-ক এ দেখানো হলো।

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখাসমূহ নিম্নরূপঃ

	অনুবিভাগসমূহ		অধিশাখাসমূহ
১.	প্রশাসন ও অর্থ	১.	প্রশাসন
		২.	বাজেট
		৩.	মিশন ও কল্যাণ
		৪.	সংসদ ও সমন্বয়
		৫.	সংস্থা
২.	কর্মসংস্থান	৬.	কর্মসংস্থান-১
		৭.	কর্মসংস্থান-২
		৮.	শ্রমবাজার গবেষণা
৩.	মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট	৯.	মনিটরিং
		১০.	এনফোর্সমেন্ট
৪.	উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	১১.	পরিকল্পনা
		১২.	প্রশিক্ষণ
		১৩.	উন্নয়ন

১.৬ জনবল কাঠামোঃ

মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত জনবল কাঠামো (বিদেশস্থ শ্রম উইং ব্যতিত) **নিম্নরূপ ঃ**

গ্রেড নম্বর	পদবি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারী	শূন্য পদ	মন্তব্য
গ্রেড-১	সচিব	০১	০১	--	--
গ্রেড-২	অতিরিক্ত সচিব	০১	০২	--	অতিরিক্ত ০১ জন সংযুক্তিতে কর্মরত
গ্রেড-৩	যুগ্মসচিব	০৩	০৮	--	অতিরিক্ত ০৫ জন সংযুক্তিতে কর্মরত
গ্রেড-৫	উপসচিব	০৮	১১	--	অতিরিক্ত ০৩ জন সংযুক্তিতে কর্মরত
গ্রেড-৫	উপপ্রধান	০১	০২	--	অতিরিক্ত ০১ জন সংযুক্তিতে কর্মরত
গ্রেড-৬ঃ সিঃসঃসচিব/	সিঃ সহঃ সচিব/সহঃ সচিব/সচিবের একান্ত সচিব	২০	১২	০৮	--
	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০২	০১	০১	--

সিঃসঃপ্রধান গ্রেড-৯ঃ সঃসচিব/ সঃপ্রধান					
গ্রেড-৯	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	--	--
গ্রেড-৯	সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০১	--	--
গ্রেড-১০	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১	০৭	১৪	--
গ্রেড-১০	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৪	০৮	০৬	--
গ্রেড-১০	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	--	--
গ্রেড-১১	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	০৮	০৫	০৩	
গ্রেড-১৬	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাঃ	১৫	১৪	০১	--
গ্রেড-১৪	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	০১	--	০১	--
গ্রেড-১৬	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	০২	০২	০০	--
গ্রেড-১৪	ক্যাশিয়ার	০১	--	০১	--
গ্রেড-১৬	গাড়ী চালক	০৩	০৩	--	--
গ্রেড-২০	ডেসপাচ রাইডার	০১	০১	--	--
গ্রেড-২০	ক্যাশ সরকার	০১	০১	--	--
গ্রেড-২০	অফিস সহায়ক	২৫	১৮	০৭	
গ্রেড-২০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০৫	০১	০৪	
গ্রেড-২০	নিরাপত্তা কর্মী	০২	--	০২	
গ্রেড-২০	মালী/গার্ডেনার	০১	--	০১	
	সর্বমোট জনবল	**১৩৯**	**১০০**	**৪৯**	অতিরিক্ত ১০ জন সংযুক্তিতে কর্মরত

১.৭ মন্ত্রণালয়ের কার্যবণ্টন:

০১। প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ

- অফিস ও কর্মকর্তাদের প্রশাসন, শৃংখলামূলক বিষয়াদি, বেতন, ভ্রমণ ভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- দাপ্তরিক ঋণ বরাদ্দ, নিয়োগ/পদোন্নতি/পদায়ন/বদলি, সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে মাননীয় মন্ত্রী, সচিব এবং মাননীয় মন্ত্রীর সফরসঙ্গীদের ভ্রমণ, বিভিন্ন সভা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রস্তুতকরণ;
- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ;
- মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখায় কর্মবন্টন ও সমন্বয় সংক্রান্ত কার্যাদি;
- হিসাব সংক্রান্ত সকল কার্যাদি;
- বাজেট, সংশোধিত বাজেট প্রস্তুতকরণ, পুনঃউপযোজন, অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত কার্যাদি;
- জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর;
- মাসিক সমন্বয় সভায় আয়োজন;
- দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল সংক্রান্ত কার্যাদি এবং পাঠাগার ব্যবস্থাপনা।
- বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদ সৃজন ও নিয়োগ/বদলি;
- বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদ এবং স্থানীয়ভাবে নিয়োগ/বদলি;
- বিদেশস্থ শ্রম উইংয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কল্যাণ এবং শৃংখলামূলক কার্যক্রম;
- প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশি কর্মীদের কল্যাণ ও স্বার্থ সংরক্ষণে কার্যক্রম;

- কল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থাপনা;
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ ও তদারিক;
- প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের অধিকার রক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণ;
- অনিবাসী বাংলাদেশিদের বিশেষ সুবিধা প্রদানসহ সিআইপি'র মর্যাদা প্রদান;
- অনিবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগে উৎসাহিতকরণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে অভিবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা প্রদান;
- রেমিটেন্স গ্রহণকারীদের বিনিয়োগ প্রকল্পে সহায়তা প্রদান;
- শ্রম উইংয়ের বাজেট প্রস্তুতকরণ; এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্কিত কার্যাবলী।
- বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি, নিয়োগ
- জনপ্রশাসন, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিএমইটি'র নিয়োগ বিধি, চাকুরির প্রবিধি, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি প্রণয়ন; বিএমইটি, বোয়েসেল, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রশাসনিক, শৃংখলা, নিরীক্ষা আপত্তি, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন সংক্রান্ত কার্যক্রম; মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিসসমূহের কর্মকর্তাদের বেতন, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, ছুটি, ভবিষ্যত তহবিল, ঋণ, টিএ/ডিএ মঞ্জুরী। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিসসমূহের হিসাব সংক্রান্ত কার্যদির তত্ত্বাবধান; এবং মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অফিসসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক বাজেট, সংশোধিত বাজেট প্রস্তুতকরণ, পুনঃউপযোজন, অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কার্যাদি।

০২। কর্মসংস্থান অনুবিভাগ

- নতুন রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্সের আবেদন পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান;
- বিদ্যমান রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নবায়ন, রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত এবং প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সির অনুকূলে বিদেশে কর্মী প্রেরণের সরকারি অনুমোদন প্রদান;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্পর্কিত আইন, বিধি, নীতি প্রণয়ন;
- আন্তর্জাতিক সনদ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- নারী অভিবাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- বিদেশে কর্মসংস্থান সম্পর্কিত বিষয়ে রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক কার্যাদি বিষয়ে সমন্বয়;
- বিদ্যমান শ্রমবাজার সংরক্ষণ, নতুন শ্রমবাজার অন্বেষণ, অপ্রচলিত শ্রমবাজার অনুসন্ধান বিষয়ক কার্যাদি;
- নতুন, প্রচলিত, অপ্রচলিত শ্রমবাজার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তদনুযায়ী পেশাভিত্তিক কর্মসংস্থানের চাহিদা পত্র সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ;
- কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের আইন, বিধি-বিধান পর্যালোচনা; এবং
- প্রচলিত ও অপ্রচলিত শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত অডিও-ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টারি, প্রচার পত্র, বুকলেট ও ব্রীফ প্রস্তুতকরণ।

০৩। মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট অনুবিভাগ

- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের শর্ত লঙ্ঘন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম অনুসন্ধান;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের অভিবাসন ব্যয় সংক্রান্ত কার্যক্রমের তদারকি, অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম প্রতিরোধ;
- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের সাথে সমন্বয় করে বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রক্রিয়ায় সচেতনতা সৃষ্টি, অভিবাসন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে সেমিনার, সভা, র‌্যালি এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ায় প্রচারণা পরিচালনা;

- জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের কার্যক্রম মনিটরিং এবং এর কার্যক্রম উন্নয়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ কর্তৃক কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ নিয়ম অনুসরণ বাস্তবায়ন নিশ্চিকরণ;
- রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের মধ্যে যারা নিয়োগ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুসরণ করছে না তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান;
- অভিবাসী বাংলাদেশিদের বিদেশ গমনের নিমিত্ত যে সকল স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ডায়গনস্টিক সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় তাদের কাজের তদারকি ও উক্ত কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন এব প্রয়োজনে ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্সের অভিযান পরিচালনা;
- ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্সের আন্তমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান এবং উক্ত সভায় সাচিবিক সহায়তা প্রদান ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং
- সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টারের কার্যক্রম মনিটরিং।

০৪। **উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ**

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ;
- দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণা সেলের সকল কার্যাদি;
- দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের (আর্থিক কার্যাদি ব্যতীত) অধীনে স্কিম প্রকল্প, স্কিম প্রস্তুতকরণ, মনিটরিং এবং বাস্তবায়ন;
- 'দক্ষতা উন্নয়ন, জনশক্তি ও রেমিটেন্স' সংক্রান্ত সাব-কমিটির সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- পিপিপি-এর আওতায় ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তদনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান; এবং
- মন্ত্রণালয়ের সকল উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রস্তুতকরণ।
- মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান;
- মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের মান নিশ্চয়তা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- বিদেশস্থ প্রতিষ্ঠানের এক্রিডিটেশন গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কোর্স কারিকুলাম হালনাগাদকরণ;
- বৈদেশিক কর্মসংস্থানের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স কারিকুলাম প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন;
- বিদেশে কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত চাহিদার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি মূল্যায়ন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়;
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও-এর সঙ্গে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা বিষয়ক কার্যক্রমের সহযোগিতা কার্যক্রম;
- প্রশিক্ষণার্থীর তথ্যভান্ডার প্রস্তুতকরণ ও হালনাগাদকরণ;
- প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের চাহিদা নিরূপণ এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- বিদেশ প্রত্যাগত বিশেষ করে নারী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রম।

১.৮ **অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল**

মন্ত্রণালয়ের অধীনে দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল নামে একটি তহবিল রয়েছে। এই দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলটি পৃথক একটি পরিচালনা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সীড মানি হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে প্রদত্ত ৭০ (সত্তর) কোটি ও ২০১০-১১ অর্থ-বছরে প্রদত্ত ৭০ (সত্তর) কোটিসহ সর্বমোট ১৪০ (একশত চল্লিশ কোটি) টাকা দিয়ে অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠিত হয়। অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশে প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এ তহবিল সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য "অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল পরিচালনা নীতিমালা, ২০১০" প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত নীতিমালার অধীনে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব এর নেতৃত্বে বিএমইটি, অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং বায়রা'র প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০৮(আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড গঠন করা হয়। এ ছাড়া এ পরিচালনা বোর্ড-কে সার্বিক সহায়তা করার লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়সহ অর্থ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ-জার্মান টিটিসি, বিআইএমটি, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বেসরকারি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি রয়েছে।

১.৯ বিদেশস্থ মিশনে শ্রম উইং ঃ-

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সহযোগিতায় সরকার শ্রমবাজার সম্প্রসারণের কাজ অব্যাহত রেখেছে। বিগত জোট সরকারের সময়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে ৮১টি পদ সম্বলিত ১৬টি শ্রম উইং চালু ছিল (আবুধাবী, রিয়াদ, জেদ্দা, কুয়েত, কাতার, ওমান, লিবিয়া, বাহরাইন, দুবাই, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইরাক, রোম-ইতালি, জাপান, জর্ডান এবং দ. কোরিয়া)। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদেশে শ্রম বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১০১টি পদ সম্বলিত ১২টি নতুন শ্রম উইং সৃজন করা হয় (স্পেন, মিশর, মিলান-ইতালি, মালদ্বীপ, ব্রুনাই, থাইল্যান্ড, গ্রীস, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জেনেভা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং হংকং)। বর্তমানে শ্রম উইংয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮টি এবং মোট জনবলের সংখ্যা ১৮২। ফলে বিদেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণ এবং বাংলাদেশ হতে আরও অধিকহারে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হবে। বর্তমান সরকারের সফল শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে নতুন নতুন শ্রমবাজার হিসাবে ইতোমধ্যে হংকং, জর্ডান, মরিশাস, পোল্যান্ড, সুইডেন, বেলারুশ, লেবানন, পাপুয়া নিউগিনি, সিসিলি, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কোরিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, সুদান, মালদ্বীপ থাইল্যান্ডসহ প্রভৃতি দেশে সংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে।

১.১০ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত ৪টি দপ্তর/সংস্থার মাধ্যমে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করছে:

১. জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)
২. বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)
৩. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড
৪. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

নিম্নে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল:

১.১০.১ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)

দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যুরো সামগ্রিকভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিদেশে কর্মী প্রেরণ শুরু করে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সন থেকে রিক্রুটিং এজেন্সিকে কর্মী প্রেরণের অনুমতি প্রদান করা হয় যার সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর উপর ন্যস্ত হয়। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত সকল ধরণের চাহিদার অনুকূলে ব্যুরো বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করে থাকে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন এ দপ্তরটি বাংলাদেশি দক্ষ ও অদক্ষ সকল শ্রেণির কর্মীর দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা, শ্রম বাজারের তথ্যাবলি সংগ্রহ ও গবেষণামূলক কার্যক্রম, আধুনিক বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধিসহ প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনা ও প্রবাসী কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল ও সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে সরকার ২০০১ সালে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোকে এ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত করা হয়।

১.১০.২ বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)

স্বচ্ছতার সাথে দক্ষ কর্মীকে বিনা খরচে বা স্বল্পতম খরচে বিদেশে প্রেরণ ও সরকারি আনুকূল্যে জনশক্তি প্রেরণের ক্ষেত্রে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে সরকারের ৫১% শেয়ার এবং বেসরকারি ৪৯% শেয়ার ধার্য করা হয়। বেসরকারি ৪৯% শেয়ার এখনও বিক্রয় করা হয়নি। অতি দ্রুততার সাথে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা মোতাবেক যোগ্য কর্মী প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ভাবমূর্তি সমুন্নত রেখে বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে কর্মীদের গুণগত মানের উপর গুরুত্ব প্রদান করে বিদেশের শ্রম বাজারে বাংলাদেশ সরকারের সংস্থা হিসেবে জনশক্তি প্রেরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা বোয়েসেলের অন্যতম প্রধান কাজ।

১.১০.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মী ও তাদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণে ১৯৯০ সালে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিল গঠিত হয়। পরবর্তীকালে এটি ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে রূপান্তরিত হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া বোর্ডের সদস্য হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং বায়রার প্রতিনিধি রয়েছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের পরিচালক (অর্থ ও কল্যাণ) এ বোর্ডের সদস্য সচিব।

১.১০.৪ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

মূল্যবান রেমিটেন্স প্রেরণকারী এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভাবনীয় অবদান রাখা অভিবাসী কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ১১ অক্টোবর ২০১০ সালে **"প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০"** পাশের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল, ২০১১ সালে ৪র্থ 'কলম্বো প্রসেস সম্মেলনের' সময় ব্যাংকটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

১.১১ অন্যান্য কার্যাবলী ঃ

ক) কর্মচারী নিয়োগ- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ১৪ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
খ) কর্মচারীদের পদোন্নতি- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে মোট ০৩ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
গ) সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেল প্রদান- ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে ২য় শ্রেণীর ০২ জন কর্মকর্তাকে টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে।

অধ্যায়-২

বাজেট ২০১৫-২০১৬

২.১ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের বাজেট:

২.১.১ রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

কোড নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশোধিত বাজেট ২০১৫-১৬	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	মন্তব্য
৬৫০১	সচিবালয়	৬০,৬৪,০০	৫৯,২০,৫৭	১,৪৩,৪৩	
৬৫০৬	আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ (আইওএম)	১২,০০	০০	১২,০০	
৬৫৩১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	১০১,৮৭,৭০	৮৫,৪১,৯৪	১৬,৪৫,৭৬	
৬৫৪২	বিদেশস্থ শ্রম উইংসমূহ	৭২,৪৭,৮৮	৫০,৮৩,০১	২১,৬৪,৮৭	
৬৫৯৬	রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচি	৪৭,০০	৪৪,০৪	২,৯৬	
	মোট (অনুন্নয়ন বাজেট)	২৩৫,৫৮,৫৮	১৬৫,০৩,৫৫	৭০,৫৫,০৩	
	উন্নয়ন বাজেট				
৬৫০১	সচিবালয়	৫,৫০,০০	৪,৬৭,১৯	৮২,৮১	
৬৫৩১	জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	২২৯,৮৫,০০	২২৭,৬২,০০	২,২৩,০০	
	মোট (উন্নয়ন বাজেট)	২৩৫,৩৫,০০	২৩২,২৯,১৯	৩,০৫,৮১	
	সর্বমোট (অনুন্নয়ন + উন্নয়ন)	৪৭০,৯৩,৫৮	৩৭২,৬১,৩৬	৯৮,৩২,২২	

২.১.২ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে অর্ন্তভূক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ			অবমুক্তি			২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ব্যয়			অগ্রগতির শতকরা হার	
			মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (ডিপিএ)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য (ডিপিএ)	বরাদ্দের বিপরীতে	অবমুক্তির বিপরীতে
১.	বিনিয়োগ	০৫	২২৯৮৫.০০	২২৯৮৫.০০	০.০০	২২৯৮৫.০০	২২৯৮৫.০০	০.০০	২২৭৬২.০০	২২৭৬২.০০	০.০০	৯৯.০২%	৯৯.০২%
২.	কারিগরী সহায়তা	০২	৫৫০.০০	১৫.০০	৫৩৫.০০	৪৬৭.১৯	১৫.০০	৪৫২.১৯ (৪৫২.১৯)	৪৬৭.১৯	১৫.০০	৪৫২.১৯	৮৫%	৯৬.৭৮%
	মোট :	০৭	২৩৫৩৫.০০	২৩০০০.০০	৫৩৫.০০	২৩৪৫২.১৯	২৩০০০.০০	৪৫২.১৯ (৪৫২.১৯)	২৩,২২৯.১৯	২২৭৭৭.০০	৪৫২.১৯	৯৮.৭০%	৯৯.০৫%

অধ্যায়-৩

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যাবলি ও অগ্রগতি

৩.১ বৈদেশিক কর্মসংস্থান:

বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অন্যতম দায়িত্ব হলো দেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। বাংলাদেশ হতে প্রতি বছর উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক কর্মীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন। সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ, কর্মী গ্রহণকারী দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক, সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের অর্থনৈতিক সক্ষমতা, কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের উন্নয়ন কার্যক্রম ইতাদি অনুষঙ্গসমূহও বিদেশে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বাংলাদেশি কর্মীদের মেধা, পরিশ্রম, দক্ষতা, নিষ্ঠা, সততা ও বিশ্বস্ততা বিদেশী নিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণ, প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান কার্যক্রমে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

৩.১.১ বিদেশে কর্মী প্রেরণ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৬,৮৪,৫৩৭ জন কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমন করেছেন। বরাবরের মতই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমানসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশেগুলোতে অধিকসংখ্যক বাংলাদেশী কর্মী গমন করেছেন।

বাংলাদেশ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গমনকারী অভিবাসী কর্মীর তথ্য নিম্নরূপ:

	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৩-১৪	শতকরা বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (-) হার
বিদেশ গমনকারী কর্মীর সংখ্যা	৬,৮৪,৫৩৭ জন	৪,৬১,৯৪৬ জন	৪,০৮,৮৯০ জন	৪৮.১৯% (+)

তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পূর্বের বছরের তুলনায় বিদেশে কর্মী গমনের সংখ্যা ৪৮.১৯% বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের পরিমাণ প্রতি বছরই একই থাকে না। বিদেশে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, উন্নয়ন কার্যক্রমের গতি প্রকৃতি, রিক্রুটিং এজেন্সির উদ্যোগ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়াদি কাজ করে থাকে। সরকার সর্বদাই বৈদেশিক কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে। বিগত বছরসমূহে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের চিত্র নিম্নরূপ ঃ

বিভিন্ন বছরে বিদেশে কর্মী গমনের চিত্র নিম্নরূপ ঃ

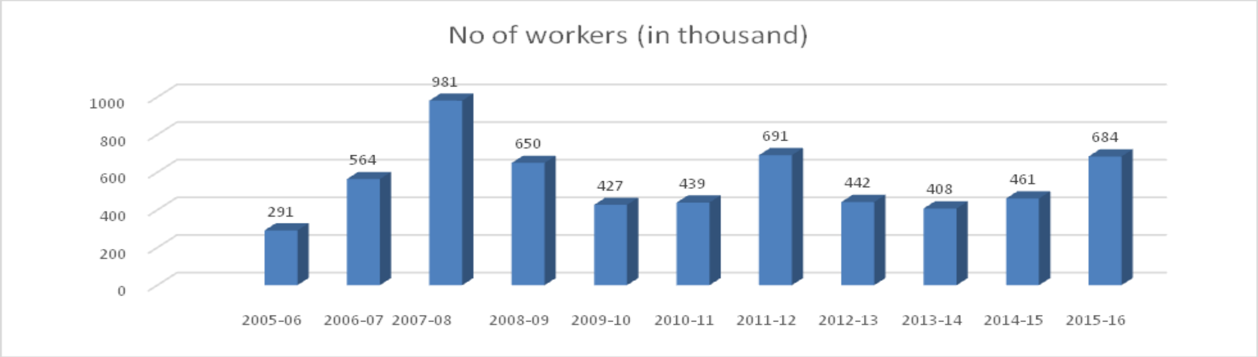

৩.১.২ রেমিটেন্স আহরণ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১৪৯৩১.১৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার রেমিটেন্স অর্জিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১৫৩১৬.৯৪ মিলিয়ন ইউএস ডলার। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে রেমিটেন্স আহরনের হার ২.৫১% কম/বেশী। সৌদি আরব হতে ২৯৫৫.৫৫ মিলিয়ন, সংযুক্ত আরব-আমিরাত হতে ২৭১১.৭৪ মিলিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র হতে ২৪২৪.৩২ মিলিয়ন, মালয়েশিয়া হতে ১৩৩৭.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স এসেছে। গত বছরের মত এবারও সৌদি আরব হতে ১৯.৭৯% রেমিটেন্স এসেছে, যা সর্বোচ্চ। এরপর সংযুক্ত আরব আমিরাত হতে ১৮.১৬%, এবং যুক্তরাষ্ট্র হতে ১৬.২৩% রেমিটেন্স এসেছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন সৃষ্টি, প্রবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণ সহজীকরণ এবং মানি লন্ডারিং আইন প্রণয়ন করার কারণে রেমিটেন্সের প্রবাহ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাল	সৌদি আরব	কুয়েত	ইউএই	কাতার	বাহরাইন	ওমান	সিঙ্গাপুর	ইউএসএ	ইউকে	মালয়শিয়া	অন্যান্য	মোট
২০১৪-১৫	৩৩৪৫.২৩	১০৭৭.৭৮	২৮২৩.৭৭	৩১০.১৫	৫৫৪.৩৪	৯১৫.২৬	৪৪৩.৪৪	২৩৮০.১৯	৮১২.৩৪	১৩৮১.৫৩	১২৬৩.৯১	১৫৩১৬.৯৪
২০১৫-১৬	২৯৫৫.৫৫	১০৩৯.৯৫	২৭১১.৭৪	৪৩৫.৬১	৪৮৯.৯৯	৯০৯.৬৫	৩৮৭.২৪	২৪২৪.৩২	৮৬৩.২৮	১৩৩৭.১৪	১৩৭৬.৬৯	১৪৯৩১.১৬

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

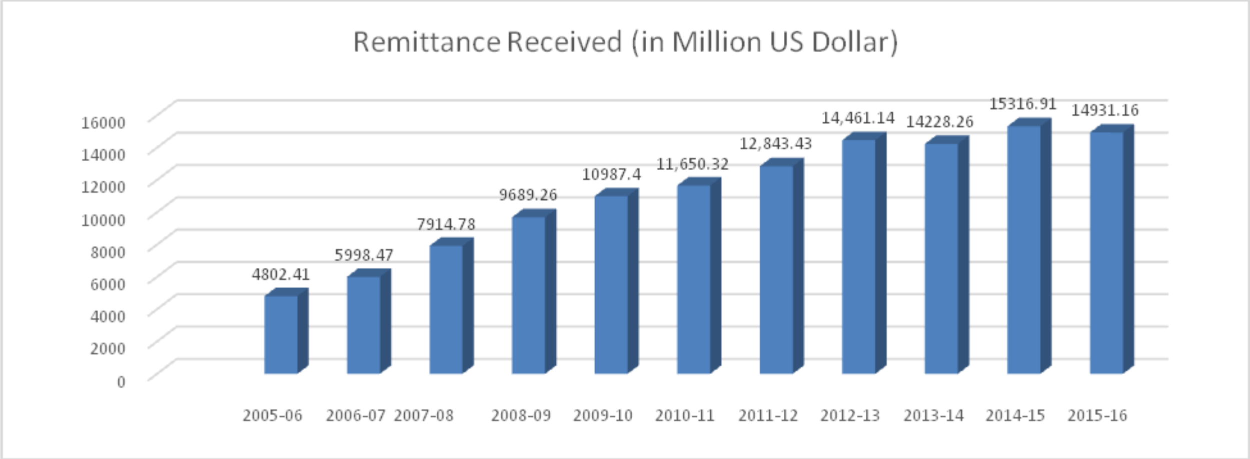

৩.১.৩ নারী অভিবাসন

বিদেশে নারী কর্মী নিয়োগের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মহিলা গৃহকর্মীদের আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান, ভাষা শিক্ষা, সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৫ সালে প্রথমবারের মত লক্ষাধিক নারী কর্মী বৈদেশিক কর্মসংস্থান লাভ করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ০১,২৪,৯০২ জন নারী কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে ৮৯,২৪৫ জন নারী বিদেশে নিয়োগ পায়। অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩৯.৯৩% বেশী নারীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। নারী কর্মীদের গন্তব্য দেশ হচ্ছে উপসাগরীয় এবং অন্য আরব দেশসমূহ। সংযুক্ত আরব আমিরাতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সবচেয়ে বেশী নারী কর্মী প্রেরণ করা হয়েছিল কিন্তু ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সৌদি আরবে সবচেয়ে বেশী নারী কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। নারী অভিবাসনের মধ্যে ২৮.৭৬% কর্মী সৌদি আরবে গমন করেছে। বিগত দুই অর্থ বছরে জর্ডানে ২০.৪৮%, ওমানে ১৪.৬৭%, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১৮.৫৪%, লেবাননে ৮.০৩% এবং কাতারে ৭.৩৭% অভিবাসন হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সৌদি আরবে নারী অভিবাসনের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।

ছক ২ : বিদেশে বাংলাদেশী নারী কর্মী গমনের বছর ভিত্তিক সংখ্যা:

অর্থ বছর	নারী কর্মী গমনের সংখ্যা
২০০৫-০৬	১৫,৫৯৭
২০০৬-০৭	১৯,১০৫
২০০৭-০৮	১৯,৬৩২
২০০৮-০৯	২৩,২৬২
২০০৯-১০	২৪,০৭৮
২০১০-১১	৩০,৫০৪

২০১১-১২	৩০,৮৩৪
২০১২-১৩	৪৭,৭৯০
২০১৩-১৪	৬৫,৪১৯
২০১৪-১৫	৮৯,২৪৫
২০১৫-১৬	১,২৪,৯০২

সূত্র ঃ বিএমইটি'র সার্ভার (ডিবিএ)।

বিভিন্ন অর্থ বছরে বিদেশে নারী কর্মী নিয়োগের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ সালে উল্লেখযোগ্য দেশসমূহে কর্মী নারী নিয়োগের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

সাল	সৌদি আরব	ইউএই	কাতার	ওমান	লেবানন	জর্ডান	অন্যান্য	মোট
২০১৪-১৫	৭৪২	২৭৪৯৮	৮৩৫৮	১৫৬০৬	১২৯৬১	২১২৪৬	২১১৯	৮৯২৪৫
২০১৫-১৬	৬০৮৬৫	১২২১৮	৭৪৪১	১৫৮১৪	৪২৪৮	২২৬২৮	১৬৮৮	১২৪৯০২

সূত্র ঃ বিএমইটি'র সার্ভার (ডিবিএ)।

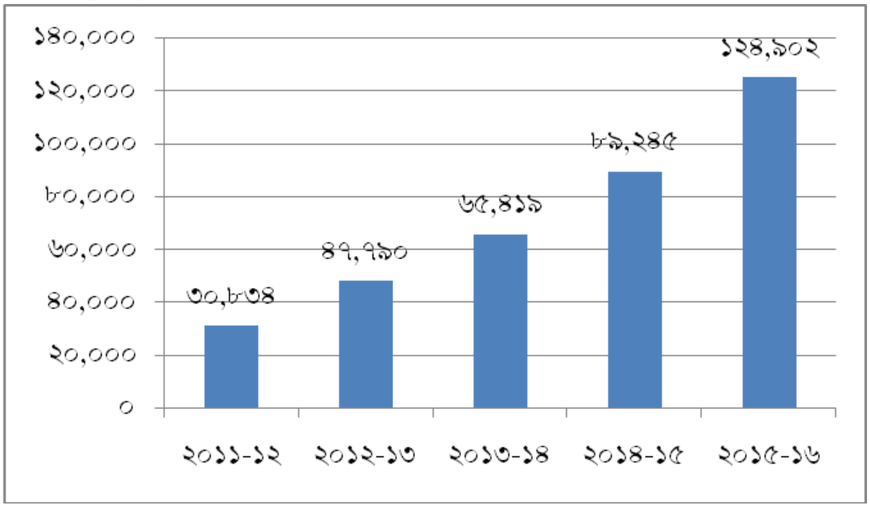

৩.১.৪ অভিবাসন সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬ গত জানুয়ারী, ২০১৬ মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করেছে এবং ২৬ মে, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়। নীতিমালার আলোকে জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করার কার্যক্রম চলমান আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কমিটির সভাপতি এবং এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সহ-সভাপতি। এ ছাড়া নীতিমালাটি বাস্তবায়নের জন্য একটি Action Plan তৈরীর কাজ চলমান আছে।

২০১১ সালে বাংলাদেশ সরকার International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, 1990 অনুসমর্থন করে এবং এ কনভেনশনের উপর গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রতিবেদন ২০১৫ সালে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট Committee on Migrant Workers নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩.২ রিজিওনাল কনসালটেটিভ প্রসেস:

৩.২.১ আবুধাবি ডায়ালগঃ-

আবুধাবি ডায়ালগ (এডিডি) মূলত সংযুক্ত আরব আমিরাত এর উদ্যোগে ২০০৮ সালে চালু করা হয়েছিল। আবুধাবি ডায়ালগ এশিয়া মহাদেশের কর্মী প্রেরণ এবং কর্মী গ্রহণকারী দেশগুলোর একটি প্ল্যাটফর্ম যা অভিবাসী শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা বা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে এবং সমস্যা সমাধানের বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালায়। এছাড়াও এই ফোরাম অভিবাসী কর্মীদের কল্যাণ, তাদের স্বার্থ ও অধিকার, নিয়োগকারীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে পরামর্শ করে এবং এতদবিষয়ে কর্মী প্রেরণ এবং কর্মী গ্রহণকারী দেশগুলোতে সংশ্লিষ্ট নীতিমালা/আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

এডিডি সিনিয়র অফিসিয়াল সভা (SOM) মে ১১-১২, ২০১৬ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাত এর দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় বাংলাদেশ থেকে একটি তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল যোগদান করে। এডিডির সিনিয়র অফিসিয়াল সভায় যোগদান শেষে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রতিনিধি দল একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পেশ করে।।

৩.২.২ কলম্বো প্রসেসঃ-

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিরাপদ অভিবাসন এবং কর্মীদের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে এশিয়া অঞ্চলের কর্মী প্রেরণকারী দেশসমূহের সমন্বয়ে ২০০৩ সালে গঠিত ফোরাম 'কলম্বো প্রসেস' এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এ ফোরামের সকল কমসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে আসছে। আগস্ট, ২০১৬ তে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ৪র্থ সিনিয়র অফিসায়লস্ মিটিং (4th Senior Officials Meeting) এবং মন্ত্রী পর্যায়ের ৫ম সভা (5th Ministerial Consultations) অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, ৫টি থিমেটিক ওয়ার্কিং গ্রুপ যথা, (i) Skills and qualification recognition, (ii) Fostering ethical recruitment, (iii) Pre-departure orientation and empowerment, (iv) Remittance এবং (v) Labour Market Analysis - এর মধ্যে বাংলাদেশ Fostering ethical recruitment বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাপতি।

৩.২.৩ বুদাপেস্ট প্রসেস ঃ

বুদাপেস্ট প্রসেস বিভিন্ন নীতিগত ও বেস্ট প্র্যাকটিসসমূহের উন্মুক্ত আলোচনা ও তথ্য বিনিময়ের অভিবাসন সংক্রান্ত একটি আঞ্চলিক পরামর্শমূলক ফোরাম। প্রায় দুই দশক ধরে ৫০টি দেশ ও ১০টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয়ে এ ফোরাম কাজ করছে। ২০১৩ সালে এটি "সিল্ক রুট অভিবাসন অংশীদারিত্ব" ঘোষনা করে। বুদাপেস্ট প্রসেস মূলতঃ Migration and Development এর উপর কাজ করে থাকে। বুদাপেস্ট প্রসেস মুলতঃ ইউরোপ ও এর পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহের কর্মক্ষেত্র হলেও সিল্ক রুট রিজিয়নের দেশ হিসেবে আফগানিস্তান , বাংলাদেশ , পাকিস্তান, চীন , ইরান ও ইরাক ২০১০ সাল হতে এ প্রসেসের সাথে যুক্ত রয়েছে। সিল্ক রুট অঞ্চলের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ২০১০ সাল হতে বুদাপেস্ট প্রসেসের বিভিন্ন সভায় পর্যবেক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে আসছে। বুদাপেস্ট প্রসেস এর ২০১৫ সালের ওয়ার্কিং গ্রুপ মিটিং ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৩তম সিনিয়র অফিসিয়াল মিটিং ১৬-১৭ ডিমেস্বর, ২০১৫ তারিখে হাঙ্গেরিতে অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৫-১৭ মে, ২০১৬ তেহরানে অনুষ্ঠিত বুদাপেস্ট প্রসেসে এর রিজিওনাল ট্রেনিং অংশগ্রহণ সহ ১৮-১৯ মে ২০১৬ সময়ে অনুষ্ঠিত ওয়াকিং গ্রুপ এর সভায় এ মন্ত্রণালয় পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগদান করে।

৩.২.৪ গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (জিএফএমডি)

গ্লোবাল ফোরাম অন মাইগ্রেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (জিএফএমডি) জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত অভিবাসন ও উন্নয়ন বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক ফোরাম। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়ে জিএফএমডি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। অভিবাসন ও উন্নয়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও প্রশংসনীয় ভূমিকার প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালের জন্য বাংলাদেশ জিএফএমডি-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। জিএফএমডি'র নবম সম্মেলন ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশের মন্ত্রীসহ ১৬০টি দেশের প্রতিনিধিরা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সম্মেলনটি ৮-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এ সম্মেলন আয়োজন করছে।

নবম জিএফএমডি সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য থিম হলো 'Migration that works for sustainable development of all: a transformative migration agenda', যা নিম্নোক্ত তিনটি সাব-থিমের উপর বিস্তৃতঃ

১. অভিবাসন ও উন্নয়নের অর্থনীতি (Economics of Migration)
২. অভিবাসন ও উন্নয়নের সমাজ বিজ্ঞান (Sociology of Migration)
৩. অভিবাসন ও উন্নয়নের সুশাসন (Governance of Migration)

উপরোক্ত তিনটি সাব-থিমের আওতায় নিম্নোক্ত মোট ছয়টি অভিবাসন বিষয়ক গর্ভমেন্ট রাউন্ড টেবিল অনুষ্ঠিত হবেঃ

১. Lowering the cost of migration
২. Connectivity and migration
৩. Migration, diversity and harmonious societies
৪. Protection of migrants in all situations
৫. Migrants in crisis: conflicts, climate change and national disasters
৬. Institutions and processes for safe, orderly and regular migration

নবম জিএফএমডি সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এবং রাউন্ড টেবলের বিষয়াবলীর উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত তিনটি থিমেটিক ওয়ার্কশপ নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

১. Connectivity and Migration
২. Migration for harmonious societies-
৩. Migration for peace, stability and growth

জিএফএমডি'র নবম সম্মেলন আয়োজন উপলক্ষে গত ৪-৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ এবং ১৭-১৯ মে ২০১৬ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএএলও) এর সদর দপ্তরে যথাক্রমে ১ম ও ২য় প্রস্তুতিমূলক সভাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়। জিএফএমডি'র বর্তমান সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে সকল প্রস্তুতিমূলক সভা সমূহে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্মেলনের যৌথ আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনকরে।

থাইল্যান্ডের ব্যাংককে জাতিসংঘ-এস্কাপের এশিয়া ও প্যাসিফিকের আঞ্চলিক সদর দপ্তরে জিএফএমডি'রপ্রথম থিমেটিক ওয়ার্কশপ"Migration – Connectivity – Business"গত ২৯ মার্চ ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অভিবাসন, ব্যবসা এবং সংযোগ এ তিনের যোগসাজশে বিশ্ব উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার পন্থা নিয়ে এ ওয়ার্কশপে আলোচনা করা হয়। সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএএলও) এর সদর দপ্তরে জিএফএমডি'র দ্বিতীয় থিমেটিক ওয়ার্কশপ"Migration for Harmonious Societies" গত ১৮ মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অভিবাসীদের নিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য এ ওয়ার্কশপটি অনুষ্ঠিত হয়। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে জিএফএমডি'র তৃতীয় থিমেটিক ওয়ার্কশপ গত ১৯ জুলাই ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং প্রবৃদ্ধি অর্জনে অভিবাসনের গুরুত্ব তুলে ধরাই ছিলো এ ওয়ার্কশপের মূল লক্ষ্য। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নবম জিএফএমডি'র যৌথ আহবায়ক হিসেবে প্রতিটি ওয়ার্কশপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

৩.৩ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও অন্যান্য কার্যক্রমঃ

- মালয়েশিয়ায় জি টু জি প্লাস প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে মালয়েশিয়ার সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- সৌদি আরবে গৃহ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারী ২০১৫ সালে সৌদি আরব ও বাংলাদেশেরমধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত MoU স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ২০১৫ সালের জুলাই হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৬০ হাজার ৮৫৫ জন নারী কর্মী সৌদি আরব গমন করে। সরকারের সফল শ্রম কুটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৌদি আরব অধিক সংখ্যক নারী কর্মীর পাশাপাশি তাদের নিকট আত্মীয় পুরুষ কর্মী নিতে সম্মত হয়েছে।
- মাননীয়প্রধানমন্ত্রী অতি সম্প্রতি (৪-৬ জুন ২০১৬ ইং তারিখে) একটি উচ্চ পর্যায়েরপ্রতিনিধিদলসহসৌদি আরব সফর করেছেন। সৌদি বাদশার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে অধিক হারে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সৌদি সরকার বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মী গ্রহণের উপর আরোপিতনিষেধাজ্ঞাপ্রত্যাহারকরে নেয়।

৩.৪ অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা :

অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও বিদেশগামী কর্মীদের স্বার্থ সুরক্ষায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অভিবাসী কর্মীদের চাকুরীর নিশ্চয়তা, থাকা-খাওয়াসহ আবাসিক ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বিমান ভাড়া নিশ্চিত করণার্থে ডিমান্ড লেটার, পাওয়ার অব এ্যাটনি ইত্যাদি যাচাইপূর্বক বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে বিদেশগামী কর্মীদের বহুমুখী সেবা

একই স্থান হতে প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় “প্রবাসী কল্যাণ ভবন” নির্মাণ করা হয়েছে। এ ভবনে প্রবাসী কর্মী ও সংশ্লিষ্টদের সেবা প্রদানের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, বাংলাদেশ ওভারসীজ এন্ড এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস (বোয়েসেল) এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া বিদেশ গামী কর্মীদের রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট ও স্মার্ট কার্ড প্রদানের কার্যক্রমও এ ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া, দেশে প্রবাসী কর্মির পরিবার স্থানীয়ভাবে কোনো সমস্যায় পড়লে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে কর্মির পরিবারকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়।

বর্তমান সরকার নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন শ্রম অবিবাসন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ সরকারের আমলে শ্রম অভিবাসনের ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। বর্তমান সরকার অবৈধ অভিবাসন রোধ এবং মর্যাদাসম্পন্ন নিরাপদ শ্রম অভিবাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে:

ক) ‘বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩’ প্রয়োগের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় হয়রানি, মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য, রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা ও তাদের কার্যক্রম মূল্যায়ন, দালালদের অবৈধ তৎপরতা রোধ এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, অভিবাসী কর্মীদের আইনগত সহায়তা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

খ) বর্তমানে ‘বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০০৬ কে সময়োপযোগী করে তোলার জন্য নীতিটি সংশোধনপূর্বক ‘প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, জানুয়ারি ২০১৬-তে অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত নীতিতে নিরাপদ অভিবাসনের লক্ষ্যে বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, মর্যাদা সহকরে নারী অভিবাসন ও সুরক্ষা এবং অভিবাসী কর্মীদের পরিবারের সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ) স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে শ্রম অভিসনে রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের নিয়ম বহির্ভূত আচরণ ও অবৈধ কর্মকান্ড প্রতিরোধের জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে একটি ‘ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্স’ গঠিত হয়েছে। টাস্ক ফোর্স নিয়মিতভাবে মাঠ পর্যায়ে তদারকির কাজ করে আসছে।

ঘ) মহিলা কর্মীদের সুরক্ষার জন্য মহিলাকর্মী প্রেরণকারী রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহের নিকট হতে ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা জামানত গ্রহণসহ মেগা কোম্পানী/মুসানের পদ্ধতিতে নিয়োগানুমতি ও কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

ঙ) বিদেশ গমনের পূর্বে কর্মস্থলের কর্মপরিবেশ, সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন, ভাষা, সংস্কৃতি, করণীয়/বর্জনীয় ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে নিয়োগকর্তার সঙ্গে চাকুরী সংক্রান্ত চুক্তির উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত করতে বিএমইটি এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ব্রিফিং এর ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া, বিদেশ গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণ কোনরূপ প্রতারণার শিকার হলে মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি কর্তৃক এ বিষয়ে যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে আইনী প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। ফলে কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৩.৫ সেবা পরিচিতি:

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কমংসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে জনগণের জন্য প্রদেয় সাধারণ সেবাসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সেবাসমূহ
১	কর্মী বাছাই/নিয়োগের অনুমোদন প্রদান
২	নতুন লাইসেন্সের অনুমোদন প্রদান
৩	লাইসেন্স নবায়নের অনুমোদন প্রদান
৪	রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়াদি
৫	প্রবাসীদের সমস্যা ও অভিযোগ সম্পর্কিত বিষয়াদি
৬	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেনশন-কেস নিষ্পত্তিকরণ
৭	অন্যান্য বিষয়াবলি

৩.৬ রিক্রুটিং লাইসেন্সের আবেদনের ক্ষেত্রে করণীয়

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর ধারা-৯(২) মোতাবেক রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম করতে আগ্রহী ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রসহ লাইসেন্সের জন্য সরকারের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফরমে এবং ফিসহ আবেদন করতে হবে, যথা:-

- ট্রেড লাইসেন্সের এর সত্যায়িত অনুলিপি;

- ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) সহ আয়করা প্রদানের সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপি;
- আর্থিক স্বচ্ছলতার স্বপক্ষে ব্যাংক হিসাব বিবরণী;
- পুলিশ প্রত্যয়নপত্র;
- কোম্পানী হলে, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেলস্ অব এসোসিয়েশন এবং সার্টিফিকেট অব ইনকর্পোরেশনের সত্যায়িত অনুলিপি;
- কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থের অধিক অর্থ গ্রহণ করবে না মর্মে হলফনামা; এবং
- কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা প্রলোভন বা প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে না মর্মে অঙ্গিকারনামা।

৩.৭ **রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স নবায়ন ও বাতিল :** ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ব্যুরো কর্তৃক নবায়নকৃত রিক্রুটিং লাইসেন্স এর সংখ্যা ৬৬টি। ২০১৫-১৬ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মীদের নিকট থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত মোট অভিযোগ ৩৮০টি তন্মধ্যে ৮৯ টি অভিযোগ নিস্পত্তি হয়েছে এবং প্রতারিত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় রিক্রুটিং এজেন্সির সমূহের নিকট থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সর্বমোট ৮,৯০,০০০ (আট লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০১৫-২০১৬ সালে ০২টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে , ০৭টি লাইসেন্স স্থাগিত করা হয়েছে এবং নতুন ৫৮টি রিক্রুটিং লাইসেন্স এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

৩.৮ কর্মী বাছাই/নিয়োগানুমতির ক্ষেত্রে করণীয়

বিদেশে বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে কর্মী বাছাই/ নিয়োগানুমতির ক্ষেত্রে নিম্নাক্ত কাগজপত্রাদি জমা দিতে হবে:

- রিক্রুটিং এজেন্সির অফিসিয়াল প্যাডে আবেদন;
- বিদেশি কোম্পানীর কর্মী চাহিদা পত্র;
- চুক্তিপত্র;
- খরচের বিবরণী
- কর্মীর তালিকা
- অঙ্গীকারনামা।

৩.৯ চাহিদাপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কিত

সত্যায়িত চাহিদাপত্রের কর্মীর সংখ্যা ১০০ জনের কম হলে বিএমইটি কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন দেয়া হয় । কর্মীর সংখ্যা ১০০ জনের বেশী হলে মন্ত্রণালয় প্রক্রিয়া ও অনুমোদন করে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে মহিলা কর্মীদের বাছাই ও অনুমোদন এবং Non-Traditional দেশে কর্মী গমনের জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ মন্ত্রণালয় থেকে হয়ে থাকে।

৩.১০ অভিযোগ দাখিল ও নিস্পত্তি

১. কোন প্রবাসী কর্মী দেশে বা বিদেশে সমস্যায় পড়লে তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহকারে সমস্যা তুলে ধরে সংশ্লিট দেশের দূতাবাস/হাইকমিশন বা বিএমইটি/মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে পারবেন;
২. বিদেশে গমনেচ্ছু কোন কর্মী হয়রানি বা প্রতারিত হলে বিস্তারিত জানিয়ে আবেদন করতে পারেন;
৩. মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয় সম্পর্কে অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে তা জানানো যেতে পারে।

৩.১১ অভিবাসন প্রক্রিয়া ডিজিটাইজেশন ঃ

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন এবং তাঁদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও অধিকার সুরক্ষায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। শ্রম বাজার সংরক্ষণ ও বাজার সম্প্রসার করে বাংলাদেশ হতে কর্মী প্রেরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণিত ডিজিটাইজড ব্যবস্থাসমূহ প্রবর্তন করা হয়েছে :

- বিদেশগামী কর্মীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের সময় কর্মীদের ফিঙ্গার প্রিন্ট নেয়া হয়।
- কর্মীদের বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের সাথে একটি মেশিন রিডেবল স্মার্ট কার্ড প্রদান করা হয়। স্মার্ট কার্ডের চিপে কর্মীর বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- জনশক্তি , কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর ডাটাবেইজ ট্রেডভিত্তিক কর্মীদের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। বিএমইটি'র ডাটাবেইজ হতে কর্মী বাছাই করা হয়।

- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা- কর্মচারীর যথা সময়ে অফিসে উপস্থিতিনিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনিকএক্সেস ডিভাইস সক্রিয় করা হয়েছে।
- ওয়েবসাইটে সকল রিক্রুটিং এজেন্সির নাম ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- দেশভিত্তিক কর্মী প্রেরণের বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে নিয়মিত সন্নিবেশ করা হয়।
- বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীগণ নিজেরাই নিজেদের ভিসা অনলাইনে যাচাই করে যেন নিশ্চিত হতে পারে সে লক্ষ্যে বিএমইটি'র ওয়েবসাইটে অনলাইন ভিসা চেকিং পদ্ধতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভিসা চেকিং এর সময় এ সেবা গ্রহণকারীগণ সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক তথ্যাদিও পাবেন।
- মৃতপ্রবাসীবাংলাদেশীকর্মীরমরদেহবাংলাদেশেরবিমানবন্দরেপৌঁছার পরডাটাসমূহস্বয়ংক্রিয়ভাবেওয়েজআর্নার্সকল্যাণবোর্ডের Digital file opening software -এইনপুটহিসাবেঅন্তর্ভুক্তকরাহয়। ফলেমৃতেরপরিবারেরসদস্যদেরঅনুকূলেআর্থিক অনুদানপ্রদানেরকার্যক্রমগ্রহণকরাসহজতরহয়।
- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর ডাটাবেইজে ট্রেডভিত্তিক কর্মীদের বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। বিএমইটি 'র ডাটাবেইজ হতে কর্মী বাছাই করা হয়।বর্তমানে ডাটাবেজে প্রায় ২১ লক্ষ বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩.১২ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF) অভিযান পরিচালনা:

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অন্যতম খাত বৈদেশিক কমসংস্থানকে গতিশীল, দক্ষ এবং রিক্রুটিং এজেন্সিগুলোর কর্মকাণ্ডেআরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, ভিসা নিয়ে অনৈতিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করা, বিদেশগামী কর্মীদের যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত করা, নিরাপদ অভিবাসন ও মানব পাচাররোধ করার লক্ষ্যে বিগত ২৭-০৩-২০১২ তারিখের জারিকৃত প্রজ্ঞাপনে ১৩ (তের) সদস্য বিশিষ্ট টাস্কফোর্সকে অধিক শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ বছরের ০৪-০৫-২০১৬ তারিখের প্রজ্ঞাপনে তা ২৩ (তেইশ) সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF)এ উন্নীত করা হয়েছে। এ টাস্কফোর্স দূর্নীতিগ্রস্থ রিক্রুটিং এজেন্সি, মধ্যসত্তভোগী, ট্রাভেল এজেন্সি, হজ্জ এবং ওমরাহ এজেন্সির মাধ্যমে যারা অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী প্রেরণ করছে তাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। এ অভিযানের মাধ্যমে বেআইনী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে লাইসেন্সের কার্যক্রম স্থগিত করা, লাইসেন্স জব্দ করা এবং জরিমানাসহ বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৩.১২.১ ২৩ সদস্য বিশিষ্ট আন্তঃমন্ত্রণালয় ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স (VTF)-এর গঠন নিম্নরূপ :

০১	যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
০৩	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
০৪	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
০৫	বিজিবি-এর একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
০৬	পরিচালক (বহির্গমন), জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)	সদস্য
০৭	উপসচিব (মনিটরিং), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৮	র‌্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়নের উপপরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	সদস্য
০৯	কোস্ট গার্ডের একজন প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
১০	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি (উপপরিচালক পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
১১	আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থা (IOM) এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১২	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি(বায়রা) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত কার্যকরী পরিষদের একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৩	জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থা (এন.এস.আই)-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৪	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
১৫	উইনরক ইন্টারন্যাশনাল-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৬	আনসার ও ভিডিপি-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৭	ATAB এনজিও-এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
১৮	ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (উপসচিব পদ মর্যাদা সম্পন্ন)	সদস্য
১৯	হজ্জ এজেন্সি এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (HAAB) এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
২০	সিনিয়র সহকারী সচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
২১	স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট ইমিগ্রেশন (স্পেশাল ব্রাঞ্চ), অথবা সম পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা	সদস্য
২২	ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (TOAB) এর একজন প্রতিনিধি	সদস্য
২৩	উপসচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

৩.১২.২ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স-এর কার্যক্রমঃ

১. বৈদেশিক কর্মসংস্থানে গতিশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশকৃত প্রস্তাবনাসমূহের বাস্তবায়ন মনিটর করা;
২. বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ পরিদর্শন করা;
৩. যে সকল ডায়াগনিষ্টক এবং প্যাথোলজি সেন্টার বিদেশে কর্মী প্রেরণের জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট ইস্যু করে সেগুলো পরিদর্শন করা;
৪. সঠিক ও নিরাপদভাবে অভিবাসী কর্মী প্রেরণের বিষয়ে নিয়ম-নীতি ভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৫. অভিবাসী কর্মী প্রেরণের সঙ্গে জড়িত অবৈধ লাইসেন্সবিহীন এজেন্সির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৬. শ্রমিক অভিবাসনের নামে যাতে শ্রমিক পাচার না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা;
৭. টাস্কফোর্স/ভিজিলেন্স টিম প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার সভা করবে এবং কার্যক্রম প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করবে;
৮. অভিযোগ গ্রহণ, নিস্পত্তিকরণ ও মনিটর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৯. অভিবাসন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের সঙ্গে আদান প্রদান;
১০. উপরোক্ত কার্যপরিধির বাইরে টাস্কফোর্স জনশক্তি রপ্তানি সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয় উপযুক্ত মনে করলে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী গমন রোধকল্পে বৈধ অভিবাসনের জন্য নির্ধারিত বহির্গমন রুটসহ বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে থাকে। টাস্কফোর্স রিক্রুটিং এজেন্সিসমূহ, অবৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়ায় জড়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ, অভিবাসী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিয়োজিত প্যাথলজিক্যাল ল্যাব/ক্লিনিকসমূহ পরিদর্শন করে থাকে। এ অভিযান পরিচালনার মূল লক্ষ্যে হচ্ছে কোনকর্মী যেন প্রতারণার শিকার হয়ে অবৈধভাবে কিংবা অধিক খরচে বিদেশ গমন না করে।। অভিযানে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমনকারী কর্মীরা যথাযথ প্রক্রিয়ায় বিদেশে যাচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য বিমানবন্দরেরইমিগ্রেশন লাইনে অপেক্ষমান যাত্রীদের মধ্য হতে দৈবচয়ন ভিত্তিতেযাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ও কাগজপত্র (পাসপোর্ট, নিয়োগকারী দেশের এমপ্লয়মেন্ট ভিসা, বিএমইটির বহির্গমন ছাড়পত্র ইত্যাদি)পরীক্ষা করা হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকলে অবৈধ অভিবাসনকারীদের কাগজপত্রাদি জব্দ করা হয় এবং যাত্রাবিরতি করা হয় ।বিএমইটির রেজিস্ট্রেশন ও ছাড়পত্র (স্মার্টকার্ড) নিয়ে নিয়মানুসারে বৈধ প্রক্রিয়ায় বিদেশে গমনের জন্য পরামশ/নির্দেশনা দেওয়া হয়। বিমানবন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণও কর্ম উপলক্ষে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের কাছে বিমিইটি কর্তৃক প্রদত্ত ইলেকট্রনিক বহির্গমন ছাড়পত্র বা স্মার্টকার্ড রয়েছে কিনা তা নিয়মিত পরীক্ষা করেন।

৩.১২.৩ ভিজিলেন্স টাস্কফোর্সের অভিযানকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পরিলক্ষিত হয়:

- তিন প্রকার ভিসায় (স্টুডেন্ট/ ট্যুরিষ্ট/ এমপ্লয়মেন্ট পাস) কর্মের উদ্দেশ্যে হযরত শাহজালাল (রহ:) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে প্রতিদিন বিভিন্ন বিমানযোগে অসংখ্য তরুণ মালয়েশিয়ান এয়ারলাইন্স, এয়ার এরাবিয়া এয়ারওয়েজ, বাংলাদেশ বিমান, মালিন্ডো এয়ারলাইন্স, সিংগাপুর এয়ারলাইন্স ইত্যাদিবিমানযোগে মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও ইন্দোনেশিয়া উদ্দেশ্যে বহির্গমন করছে। ভিজিট এবং স্টুডেন্ট ভিসায় বহির্গমনেচ্ছু এ সকল তরুণদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে জানা যায় তারা কাজের জন্য বর্ণিত দেশসমূহে বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় যেতে বিভিন্ন দেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছে। কেউ কেউ পাসপোর্ট অবৈধভাবে ব্যবহার করে কৌশলে স্টুডেন্ট ভিসা সংগ্রহ করে অবৈধ পন্থায় বিদেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে গমন করে। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই মালয়েশিয়ায় স্টুডেন্ট ভিসা প্রদানে একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে।

- মালদ্বীপে On Arrival ট্যুরিস্ট ভিসা ইস্যু করা হয়। যাত্রাবিরতিকৃত তরুণদের কাছে প্রাপ্ত মালদ্বীপের ভিজিট ভিসাগুলো নকল বলে প্রাথমিক বিবেচনায় প্রতীয়মান হয়।

- বেশ কিছু কর্মীকে বিএমইটির ক্লিয়ারেন্স ও স্মার্টকার্ড ছাড়াই শুধু "এমপ্লয়মেন্ট পাস" ভিসা গ্রহণ করে মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে গমনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

- স্টুডেন্ট ভিসায় যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর/ স্বল্প শিক্ষিত, যাদের কোন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের কোন যোগ্যতা বা বিদেশে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অফারলেটার বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও ইমিগ্রেশন অতিক্রম করে বিদেশ গমন করছে।

- ভিজিট ভিসায় যারা বিদেশে যাচ্ছে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা এবং ভ্রমনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমান যাচাই করে অনেককেই ট্যুরিষ্ট বলে মনে হয় না। অথচ তারা কর্মী হয়েও ভিজিট ভিসায় ইমিগ্রেশন অতিক্রম করে বিদেশে গিয়ে অবস্থান করে নানা প্রকার অবৈধ কর্মে নিয়োজিত হচ্ছে।

- স্টুডেন্ট/ ট্যুরিষ্ট ভিসায় গমনেচ্ছু যাত্রীদের লাগেজ পরীক্ষা করে পৃথক এমপ্লয়মেন্ট স্ট্যাম্প ভিসা পাওয়া যাচ্ছে। এ সকল কর্মী নেপাল, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়াকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করে উক্ত ভিসা ব্যবহার করে মালয়েশিয়া গমন করছে।

৩.১২.৪ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা:

বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর ৩২ ও ৩৫ ধারায় বর্ণিত অবৈধ অভিবাসন সংক্রান্ত অপরাধসমূহ তথক্ষণিকভাবে আমলে নিয়ে শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত ধারাসমূহমোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯-এর তফসিলভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, একই আইনের ৩১, ৩৩ ও ৩৬ ধারার অভিযোগসমূহ মোবাইল কোর্ট আইনের তফশিলভূক্ত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে পত্র দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২টি রিক্রুটিং এজেন্সি যথাক্রমে আল হারামাইন ওভারসীজ (আরএল১১১৬) ও দি ইফতি ইন্টারন্যাশনাল (আরএল ১২১২)-কে এ মন্ত্রণালয়ের বিনা অনুমতিতে পত্রিকায় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন প্রচারের অপরাধে উক্ত আইনের ৩২ ধারায় জরিমানা দন্ডে দন্ডিত করা হয়।

৩.১২.৫ অবৈধভাবে বিদেশ গমনে সহায়তাকারী দালালদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ:

বিদেশ গমনকারী কর্মীদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্য/অভিযোগের ভিত্তিতে অবৈধভাবে অভিবাসনে সহায়তাকারীমধ্যস্বত্তভোগী/দালালদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক ৩৮ ধারার বিধানমতে প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য বিভিন্ন সময় বিএমএইটি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে চাকুরির নিশ্চয়তা/ পার্টটাইম কাজ/ ওয়ার্ক পারমিটের প্রলোভন দেখিয়ে অবৈধভাবে অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে যে সকল বিজ্ঞপ্তি নজরে আসে সে সকল বিজ্ঞাপন বন্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩-এর লঙ্ঘন করে অবৈধ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের প্রতারণা রোধকল্পে ইতোমধ্যে বেশ কয়েটি রিক্রুটিং/ ভিসা কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ ও মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় অবৈধ অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, RAB নিয়োজিত ম্যজিস্ট্রেট কর্তৃক মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্যও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

৩.১২.৬ সিঙ্গাপুরে দক্ষ কর্মী প্রেরণের জন্য প্রতিষ্ঠিত ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টার (OTC)-এর কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ:

সিঙ্গাপুরের শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন Building Construction Authority (BCA) কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত (NOC হোল্ডার) OTC/Main Contractor-গণও বাংলাদেশে তাদের স্থানীয় এজেন্টদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনে প্রতিষ্ঠিত ০৮টি Overseas Training Centre (OTC) এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী সিঙ্গাপুরে প্রেরণ করা হচ্ছে। এ OTC সমূহ থেকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও BCA কর্তৃক Test কার্যক্রমে উর্ত্তীণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী কর্মী সিঙ্গাপুরে নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। OTC সমূহের প্রশিক্ষণ ও টেস্ট কার্যক্রম মনিটরিং, সিঙ্গাপুরে দক্ষ কর্মী প্রেরণে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও যৌক্তিক অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি গাইডলাইন প্রনয়ণ করা হয়েছে। OTC পরিচালনাকারী বাংলাদেশি NOC হোল্ডার/পার্টনারগণকে তাদের আবেদনের ভিত্তিতে training/testing-সহ যুক্তিসঙ্গত অভিবাসন ব্যয়ে ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সিঙ্গাপুরে কর্মী প্রেরণের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ১৪টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে Sending Organisation (SO) হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। Sending Organisation (SO) হিসাবে তালিকাভুক্ত ১৪টি রিক্রুটিং এজেন্সির নাম নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

ক্র: নং	ওভারসীজ ট্রেনিং সেন্টারের নাম	**Sending Organisation নাম**
১.	Fonda Global Engineering Ptv. Ltd	১. মেসার্স সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ সার্ভিসেস (আর.এল-৫৬১)
২.	WellTech Construction Ptv. Ltd.	২. মেসার্স দি গাজীপুর এয়ার ইন্টারন্যাশনাল (আর.এল-৮৯১) ৩. আল জান্নাত ওভারসীজ প্রা. লি. (আর.এল-৯২৬) ৪. আর এক্স কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল (আর.এল-১২৪০) ৫. মেসার্স ওয়েলটেক এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস (আর.এল-১২৫৪)
৩.	Lian Bengs (Bangladesh Test Centre	৬. মেসার্স ইউনিক ইস্টার্ণ প্রাইভেট লিঃ (আর.এল-০২১)
৩.	Santarli Training Centre.	৭. মেসার্স সৃজীতা ওভারসীজ (আরএল নং-১০৬৫) ৮. মেসার্স গ্রুপ এস ইন্টারন্যাশনাল (আরএল নং-১১৭৭), ৯. মেসার্স মেরিট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লি: (আরএল নং-৯৩৩)
৫.	Singapore Piling & South Point Test Centre	১০. মেসার্স সাউথ পয়েন্ট ওভারসীজ লিমিটেড (আর.এল-৬২২)
৬.	Progressive Test Centre (Ptv.) Ltd.	১১. মেসার্স ওয়েসিস সার্ভিসেস (আর.এল-৯৯৯) ১২. মেসার্স ব্লু স্টার সার্ভিসেস (আরএল-৩৭২) ১৩. মেসার্স জিহান ওভারসিজ (আর.এল-১১০৪)
৭.	Setsco-SRCI Training and	১৪. মেসার্স পেঙ্গুইন ইন্টারন্যাশনাল (আর.এল-৩৬৯)

	Testing Institution (Pvt) Ltd.	
৮.	Construction Pte. Ltd. Chiu Teng Test Centre	--

কর্মী প্রেরণে ইচ্ছুক Sending Organisation-কে সিঙ্গাপুরস্থ সুনামধারী লাইসেন্সকৃত রিক্রুটিং এজেন্সির সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন , শুধুমাত্র সিঙ্গাপুরস্থ রিক্রুটিং এজেন্সির নিকট হতে প্রাপ্ত ভিসার ক্ষেত্রে Manpower Clearance প্রাপ্যতার যোগ্যতা, Sending Organisation-হিসাবে ৩০ লক্ষ টাকা জামানত প্রদান ইত্যাদি শর্তাবলি আরোপ করা হয়েছে। অনুনোমোদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত সাব-সেন্টারের কার্যক্রম বন্ধ করার কার্যক্রমও গ্রহন করা হয়েছে।

৩.১২.৭ **জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম:** নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচারের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে নিম্নলিখিত জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছেঃ

- মানব পাচার প্রতিরোধ সম্পর্কিত আইওএম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত “বনপোড়া হরিণী” নামক নাটিকাটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ সকল পৌরসভা/ মহল্লায় প্রজেক্টর ও ডিস চ্যানেলের মাধ্যমে প্রচারের জন্য বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকদের নিকট বিতরণ করা হয়েছে।
- নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং অবৈধ অভিবাসন ও মানব পাচারের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন, পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিট মিডিয়ায় বিশেষ সাক্ষাৎকার, সভা/সমাবেশ ইত্যাদিও মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গঠিত মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটিসমুহকে সক্রিয় করার জন্য সকল জেলা প্রশাসককে বিভিন্ন সময়ে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- অভিবাসন ব্যয়, অভিবাসী দেশে নিরাপদে গমন ও অবস্থান বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি বছর অভিবাসী দিবসে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি যেমন-সভা/সমাবেশ/র‌্যালীসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব মহোদয় এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে মাঠ পর্যায়ে মোটিভেশনাল সভা করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।
- বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৩৮,০০০ অভিবাসন সংক্রান্ত পুস্তিকা, ৫৫০০০ লিফলেট, পোষ্টার, ব্রসিউর, ফেষ্টুন ইত্যাদি বিতরন করা হয়েছে। সদর দপ্তর এবং জেলা পর্যায়ে ডিইএমও ও টিটিসিসমূহের মাধ্যমে অভিবাসন সংক্রান্ত মেলায় এবং সদর দপ্তরে অভিবাসী দিবস এবং ডিজিটাল মেলায় জনসচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুকলেট্, পোষ্টার,কমিক বুক, ইত্যাদি বিতরণ,ভিডিও ক্লিপ প্রর্দশন এবং পটের গানের আয়োজন করা হয়েছে।
- **বিদেশ** গমনেচ্ছু কর্মীগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রবাসী কর্মীগণ কর্তৃক বৈধ উপায়ে রেমিটেন্সের অর্থ দেশে প্রেরণ, মধ্যস্বত্ব শ্রেণীর তৎপরতা/প্রতারণা রোধ, বৈধ উপায়ে বিদেশ গমন সংক্রান্ত বিষয়ে দেশ ব্যাপি সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিতকরণ এবং বৈধ উপায়ে রেমিটেন্স প্রেরণের জন্য বিএমইটি ও এর অধীনস্থ দপ্তরসমূহের মাধ্যমে পত্রিকায় সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, স্যাটেলাইট ও কেবল টিভি চ্যানেল, স্থানীয় রেডিও’র মাধ্যমে ২৫টি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে।

৩.১৩ মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম/প্রশিক্ষণ ও দক্ষ জনবল তৈরি :

৩.১৩.১ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

জনশক্তিতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশে ১৬ কোটি জনসংখ্যার ৬০% কর্মক্ষম (অর্থাৎ ১৮-৫৯ বছরের মধ্যে)। প্রতি বছর প্রায় ২৭ লক্ষ জনবল কর্মবাজারে প্রবেশ করে, যার মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ সংখ্যা মাত্র এক তৃতীয়াংশ, অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশ হলো- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম ছেড়ে আসা জনবল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতি বছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যাঃ ২৮-৩০ লক্ষ; এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ ১৪-১৫ লক্ষ; এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ ১২-১২.৫ লক্ষ এবং এইচএসসি উত্তীর্ণ সংখ্যা কম/বেশী ১০ লক্ষ; অর্থাৎ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম ছেড়ে আসা জনবলের পরিমাণ ১৭-১৮ লক্ষ। এই বিশাল জনশক্তিকে জনসম্পদে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন বিভিন্নমূখী প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম। মানবসম্পদ একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি। এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এদেশের সম্ভাবনাময় কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে রুপান্তরের কাজ করে যাচ্ছে। দেশে-বিদেশে শ্রমবাজারে দক্ষ কর্মীর চাহিদা

মোকাবেলায় বিএমইটি’র আওতাধীন নৌ-প্রযুক্তিবিদ্যার বিশেষায়িত ০৬ টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী (আইএমটি) সহ মোট ৫৩ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এর মাধ্যমে ৪৮টি ট্রেডে বর্তমানে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩০টি জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫টি টিটিসির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।তাছাড়া , ৫টি আইএমটি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জও চাঁদপুরে ২টি আইএমটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্রগ্রামে ১টি আইএমটি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ১৪ টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ৫৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২,২৫,৯১৫ জন কর্মীকে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।তন মধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ০১,০৫,৫১৯ জন।

বিশ্বায়নের এ যুগে কর্মসংস্থানে অপরাপর প্রতিযোগী দেশসমুহের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা, নিরাপদ অভিবাসন ও শোভন কাজ নিশ্চিতকল্পে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশ গমনেচ্ছু সকল কর্মীর জন্য গন্তব্য দেশের খাদ্যাভাস, আবহাওয়া, কর্মপরিবেশ, বিধিবিধান ও ব্যবহারিক ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে ৩ দিনের প্রি-ডিপারচার ট্রেনিং প্রদান করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে সৌদিআরব, কাতার, বাহরাইন ও ওমান গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য এ প্রশিক্ষণ চালু করা হলেও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য দেশে গমনেচ্ছুদের জন্য এ প্রশিক্ষণ চালু করা হবে। এছাড়া পুরুষদের পাশাপাশি বিদেশ গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ২৬টি টিটিসিতে গৃহকর্ম পেশায় বিদেশ গমনেচ্ছু নারীকর্মীদের বাধ্যতামুলকভাবে ৩০ দিনের আবাসিক হাউসকিপিং প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে।

৩.১৩.২ দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল

দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বিদেশে শ্রমবাজার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান, চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, বিদেশ প্রত্যাগত শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ এবং বেদেশে গমনেচ্ছু শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এর আওতায় দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে আরো বেশ কয়েকটি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে যা পরবর্তী বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত হবে।

২০১১-১২ অর্থ বছর হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থ দিয়ে বিদেশগামী কর্মীদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে রেমিট্যান্সের পরিমানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষতা ও উন্নয়ন তহবিল থেকে গৃহিত ও বাস্তবায়নাধীন স্কীম/কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপঃ

অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত স্কীম/কার্যক্রম/কর্মসূচিসমূহের বিস্তারিত বিবরণঃ

ক্রঃ নং	স্কীম/কার্যক্রম/কর্মসূচির নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদকাল	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ		মোট বরাদ্দের পরিমাণ	মন্তব্য
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি		
০১.	**“Facilitating Training and Dispatch of Female Domestic Workers to Hong Kong”শীর্ষক স্কীম**	৯.৩৫,৬৫,০০০/- জানুয়ারি ২০১৩ হতে জুন ২০১৪	৪০,৩০,৬০০/	**২,৮১,২১,০০০/-**	৩,২১,৫১,৬০০/	বিএমইটি কর্তৃক ১১ টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত
০২.	**‘‘২০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম’’ শীর্ষক কর্মসূচি**	৪,৫৭,০০,০০০/ (সংশোধিত) ৫,২১,২৮,০০০/ জানুয়ারি২০১২ থেকে জুন ২০১৭	১,৯৩,০০,০০০/	২য় কিস্তিতে ৬৬,০০,০০০/- ৩য় কিস্তিতে ৯৩,১৬,০০০/- ৪র্থ কিস্তিতে ৮৪,৫৬,০০০/-	৪,৩৬,৭২,০০০/-	বিএমইটি কর্তৃক ২০টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত
০৩.	**সৌদিআরব গমনেচ্ছু কর্মীদের বাধ্যতামূলক Orientation Training**	১২,০০,০০০/- ০১-০৯-২০১২ থেকে চলমান	৩,৬০,০০০/-	৮,৩০,৪৪০/- ও ১০,০০,০০০/-	২১,৯০,৪৪০/-	বিএমইটি কর্তৃক বিকেটিটিসি ও বিজেটিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত
০৪.	**‘‘বৈদেশিক শ্রমবাজার গবেষণা ও উন্নয়ন সেল’’**	৩,৪২,৫০,০০০/- জানুয়ারী ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৬	৭১,১০,০০০/	-	৭১,১০,০০০/	এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত

						চলমান
০৫.	**‘‘প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পুনর্বিন্যাস ও দক্ষতা বৃদ্ধি’’ শীর্ষক কার্যক্রম**	৮৩,০০,০০০/ জুলাই ২০১২ থেকে চলমান	১ম কিস্তিতে ২০,০০,০০০/- ২য় কিস্তিতে ১৭,০০,০০০/- ৩য় কিস্তিতে ১০,১৬,১৭৯/- ৪র্থ কিস্তিতে ৩,৭৮,০০০/- টাকা	৫ম কিস্তিতে ৯,০০,০০০/- ৬ষ্ঠ কিস্তিতে ৮,০০,০০০/- ৭ম কিস্তিতে ১৫,০০,০০০/- ৮ম কিস্তিতে ৩০,০০,০০০/- টাকা	১,১২,৯৪,১৭৯/-	এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল কর্তৃক পরিচালিত
০৬.	**সংশোধিত নবনির্মিত ০ ৫টি আইএমটি ও ১০টি টিটিসি অভিবাসন ও দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল এর অর্থে অস্থায়ীভিত্তিতে খন্ডকালীন প্রশিক্ষণ নিয়োগ এবং বেতন-ভাতা প্রদান**	৬,৬০,৩৮,৮০০/- টাকা হতে ৫,৮১,০১,২০০/- টাকার সংশোধিত কার্যক্রম এবং জানুয়ারী ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।	১ম কিস্তিতে ৭০,০০,০০০/- (সত্তর লক্ষ)	২য় কিস্তিতে ১,৬৫,০০,০০০/-	২,৩৫,০০,০০০/- (দুই কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ)	বিএমইটি কর্তৃক ০৫টি আইএমটি ও ১০টি টিটিসি’র মাধ্যমে পরিচালিত
৭.	**গৃহকর্ম পেশায় আবুধাবী গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের হাউজকিপিং কোর্সে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম**	৩,০৪,৪৯,৭৪০/- জানুয়ারী ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত	১,০০,০০,০০০/- টাকা	-	১,০০,০০,০০০/- টাকা	বিএমইটি কর্তৃক বিকেটিটিসি ও শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা টিটিস কর্তৃক পরিচালিত
০৮.	**গৃহকর্ম পেশায় সৌদিআরব গমনেচ্ছু মহিলা কর্মীদের হাউজকিপিং কোর্সে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত**	৭,৭৮,১০,৪০০/- মে ২০১৫ হতে জুলাই ২০১৫	১ম কিস্তিতে ২,৫০,০০,০০০/-	২য় কিস্তিতে ২,০০,০০,০০০/-	৪,৫০,০০,০০০/-	বিএমইটি কর্তৃক ২৬টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে
০৯.	***“রংপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)-এ গার্মেন্টস ট্রেড চালুকরণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয় ও খন্ডকালীন অস্থায়ী প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং বেতন-ভাতা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম”***	১,৬৫,৪৫,০০/- (এক কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা ০১-০৭-২০১৫ হতে ৩০-০৬-২০২০ খ্রিঃ (০৫ বৎসর)	১ম কিস্তিতে ১,০০,০০,০০০/-		১,০০,০০,০০০/-	বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত রংপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)
১০.	***কুড়িগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জর্ডানগামী ৪০জন গামেন্টস মহিলা কর্মীর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত***	৪,৯৪,৪৬০/- জানুয়ারী ২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ০২(দুই) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা	২য় কিস্তিতে ৩,৯৪,৪৬০/-	৪,৯৪,৪৬০/- (চার লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশত ষাট) টাকা	কুড়িগ্রাম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) কর্তৃক পরিচালিত
১১.	**জর্ডানে মহিলা গৃহকর্মী প্রেরণের প্রশিক্ষণ ব্যয় সংক্রান্ত**	৪০,৬০,০০০/- জুলাই ২০১২ থেকে চলমান	২৩,১০,০০০/-	২য় ও ৩য় কিস্তিতে ৩,৬৯,৯২০/	২৬,৭৯,৯২০/-	বিএমইটি কর্তৃক ১৪টি টিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত
১২.	**‘দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ ’ সংক্রান্ত কর্মসূচি**	৪,১৪,০৫,০০০/- ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত	-	-	-	এ মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ কর্তৃক পরিচালিত

১৩.	**সারাদেশের ৬৪টি জেলায় প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের জন্য কম্পিউটার ক্রয়ের লক্ষ্যে বরাদ্দ প্রদান**	৩২,০০,০০০/- ফেব্রুয়ারী ২০১১ থেকে চলমান	৩২,০০,০০০/	২,১৭,৬০০/-	৩৪,১৭,৬০০/-	বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত- কিছু জেলার চাহিদার প্রেক্ষিতে ২,১৭,৬০০/ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ
১৪.	***“City and Guilds” এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ (ToT) প্রদানের কার্যক্রমে অর্থায়ন***	২,৭০,০০,০০০/-	১ম কিস্তিতে ২,১০,০০,০০০/-	২ম কিস্তিতে ৩,০৩,০৩০/-	২,১৩,০৩,০৩০/-	বিএমইটি কর্তৃক বিকেটিটিসিতে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ বাবদ
১৫.	**জেলা প্রশাসক ও বোয়েসেলের মাধ্যমে আগত কর্মীদের হাউজ কিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স**	১৩,৬৫,৫২০/- মে ২০১১ থেকে চলমান	৮,২৩,১৯০/-	৫,৬৯,১০০/-	১৩,৯২,২৯০/-	বিএমইটি কর্তৃক বিকেটিটিসির মাধ্যমে পরিচালিত ২৬,৭৭০/- অতিরিক্ত বরাদ্দ

৩.১৪ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণকার্যক্রমেরঅর্জনসমূহেরতথ্য নিম্নরুপঃ

- জুলাই/২০১৫ হতে ৩০ জুন/ ২০১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৮৪,৫৩৭ জন বাংলাদেশী কর্মী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে। এদের মধ্যে মহিলা কর্মীর সংখ্যা-১,২৪,৯০২ জন।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমান ১৪৯৩১.১৬ মিলিয়ন ইউ.এস ডলার।
- ৬২টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩,৩৫,৮৩৬ জন কর্মীকে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তনমধ্যে মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১,০৫,৫১৯জন।
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী ক্যাটাগরিতে গত ২৮.১২.২০১৫ তারিখে ১০ জন প্রবাসীকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) নির্বাচনপূর্বক সিআইপি কার্ড (পরিচয় পত্র) প্রদান করা হয়েছে।
- মালয়েশিয়ায় জি টু জি প্লাস প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে মালয়েশিয়ার সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- সৌদি আরবে গৃহ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ সালে সৌদি আরব ও বাংলাদেশেরমধ্যে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত MoU স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ২০১৫ সালের জুলাই হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৬০ হাজার ৮৫৫ জন নারী কর্মী সৌদি আরব গমন করে। সরকারের সফল শ্রম কুটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৌদি আরব অধিক সংখ্যক নারী কর্মীর পাশাপাশি তাদের নিকট আত্মীয় পুরুষ কর্মী নিতে সম্মত হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতি সম্প্রতি (৪-৬ জুন ২০১৬ ইং তারিখে) একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলসহসৌদি আরব সফর করেছেন। সৌদি বাদশার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে অধিক হারে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সৌদি সরকার বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মী গ্রহণের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাপ্রত্যাহার করে নেয়।
- প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি, ২০১৬ গত জানুয়ারী, ২০১৬ মাসে মন্ত্রিসভায় অনুমোদন লাভ করেছে এবং ২৬ মে, ২০১৬ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়। নীতিমালার আলোকে জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করার কার্যক্রম চলমান আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কমিটির সভাপতি এবং এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সহ-সভাপতি। এ ছাড়া নীতিমালাটি বাস্তবায়নের জন্য একটি এ্যাকশন প্ল্যান তৈরীর কাজ চলমান আছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩০টি জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫টি টিটিসির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৫টি আইএমটি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ ও চাঁদপুরে ২টি আইএমটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্রগ্রামে ১টি আইএমটি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ২০টি উপজেলায় জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- এ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত ২৩ সদস্য বিশিষ্ট ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কর্তৃক ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অবৈধভাবে বিদেশে কর্মী প্রেরণকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১২টি অভিযান পরিচালনা করে এবং ২টি রিক্রুটিং এজেন্সিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ এর আওতায় মোবাইল কোর্ট এর মাধ্যমে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে এ মন্ত্রণালয়ের মোট ৭টি প্রকল্প (বিনিয়োগ-৫টি+কারিগরি-২টি) অন্তর্ভূক্ত ছিল। উক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ২৩৫৩৫.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ২৩২৩০.৬৭ লক্ষ টাকা যা, মোট বরাদ্দের ৯৮.৭১%।
- International Manpower Development Organization (IM Japan) এর সাথে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জাপানে বাংলাদেশী Technical Intern প্রেরণ সম্পর্কিত বিষয়ে চুক্তির আওতায় বাংলাদেশী Technical Intern গণ জাপানের বিভিন্ন কোম্পানীতে ২ বছর Apprentice হিসেবে কাজ করবে। তারপর সেখানে ১ বছর চাকুরী করার সুযোগ পাবে এবং উক্ত সময় শেষে দেশে ফিরে আসবে। এ প্রোগ্রামের আওতায় টেকনোলজি ট্রান্সফারসহ বিভিন্ন ট্রেডে দক্ষ কর্মী তৈরি হওয়ার সুযোগ রয়েছে, যারা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।
- UK based আন্তর্জাতিকমানের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান City & Guilds কর্তৃক ILO এর Decent Work প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৫০ জন প্রশিক্ষকের জন্য Training of Trainers(ToT) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১৬/০৮/২০১৫ হতে ১৩/০৯/২০১৫ মেয়াদে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন মাধ্যম হতে রিক্রুটিং এজেন্সীর বিরুদ্ধে এবং **‘প্রবাসী নারী কর্মী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেলে’** যে সকল অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে তার ৬৫% অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে।
- বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে ৩৮,০০০ অভিবাসন সংক্রান্ত পুস্তিকা, ৫৫০০০ লিফলেট, পোষ্টার, ব্রসিউর, ফেষ্টুন ইত্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। সদর দপ্তর এবং জেলা পর্যায়ে ডিইএমও ও টিটিসিসমূহের মাধ্যমে অভিবাসন সংক্রান্ত মেলায় এবং সদর দপ্তরে অভিবাসী দিবস এবং ডিজিটাল মেলায় জনসচেনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুকলেট্, পোষ্টার, কমিক বুক, ইত্যাদি বিতরণ, ভিডিও ক্লিপ প্রর্দশন এবং পট গানের আয়োজন করা হয়েছে।
- ই-লার্নিং এর মাধ্যমে বিকে-টিটিসি, মিরপুর ঢাকা হতে বিদেশ গমনেচ্ছু মহিলাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করায় মহিলা কর্মীগণ ঘরে বসেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারছেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য টিটিসিসমূহকর্তৃক ই-লার্নিং পদ্ধতি চালুর বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য বিকে-টিটিসি, চট্টগ্রামের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ই-মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ফলে সদর দপ্তরে বসেই ই-লার্নিং প্রশিক্ষণ ও দাপ্তরিক কার্যক্রম মনিটরিং করা সম্ভব হচ্ছে।
- বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিএমইটিতে Complaint Management Cell for Expatriates Female Workers নামে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের জন্য হটলাইন টেলিফোন চালু করা হয়েছে।
- KOICA (Korea International Cooperation Agency) এর অর্থায়নে ঢাকা এবং চট্রগ্রামে ২টি টিটিসি অত্যাধুনিকসরঞ্জামাদিসহউন্নয়ন করা হয়েছে।
- আইডিবি (ইসলামিক ডেভলাপমেন্ট ব্যাংক) এর অর্থায়নে ঢাকার মিরপুরে বিকেটিটিসির নিজস্ব জমিতে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণেরলক্ষ্যে Loan Aggrement মে, ২০১৬ তে স্বাক্ষরিতহয়েছে।
- ইতিপূর্বে বিএমইটির প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা ছিলনা। জানুয়ারী ২০১৫ হতে এযাবৎ ৮০০ জন প্রশিক্ষককে দেশের অভ্যন্তরে ToT (Traning of Trainers) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া এবং চীনে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে আন্তর্জাতিক মানের ToT প্রদান করা হয়েছে এবং তা চলমান আছে।

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় দক্ষতা মান অর্জনের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ২টি টিটিসিতে NTVQF(National Technical and Vocational Qualification Framework) চালু হয়েছে।
- BTEB (Bangladesh Technical Education Board) কর্তৃক ১২ টি ট্রেডের জন্য প্রণীত কারিকুলাম অনুযায়ী বিএমইটির আওতাধীন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।
- যে সকল দক্ষ কর্মীর প্রাতিষ্ঠানিক কোন সনদ নেই অথচ দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কাজ করছে অর্থাৎ ব্যবহারিক জ্ঞান আছে তাদেরকে অতি সম্প্রতি গৃহীত RPL (Recognition of Prior Learning) এর আওতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে পরীক্ষা নিয়ে ২০১৫ সনে মোট ২৯৯৪ জনকে সনদ দেয়া হয়েছে। এতে তাদের বেতন ও মর্যাদা বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে।
- টিটিসিসমূহে নিয়োগকর্তার চাহিদা অনুযায়ী Tailor Made Training প্রদানের সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে।
- ইউরোপ , অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিলসহ মোট ১০ টি নতুন শ্রম বাজার সম্পর্কে Study সম্পন্ন করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে বিদ্যমান শ্রম বাজারের Trend এবং মহিলা কর্মীদের জন্য diversified trend identify করার লক্ষ্যে analysis করা হয়েছে। এ সকল রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহে বাংলাদেশী কর্মীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। সে লক্ষ্যে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য Expression of Interest (EoI) আহবানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- মৃত প্রবাসী বাংলাদেশীকর্মীর মরদেহ বাংলাদেশের বিমানবন্দরেপৌঁছার পর ডাটাসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবেওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের Digital file opening software-এ ইনপুট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে মৃতের পরিবারের সদস্যদের অনুকুলে আর্থিক অনুদানপ্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা সহজতর হয়।
- চাকুরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী ৪৭ হাজার ৬১৫ জন কর্মীকে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বর্হিগমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে।
- বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনকালে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাধ্যমে ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার বিদেশগামী কর্মীকে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ওয়েজ আর্নারস কল্যাণ বোঁড প্রবাসী কর্মীর সন্তানদের জন্য ২০১২ সাল থেকে শিক্ষাবৃত্তি চালু করেছে। বর্তমানে পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসিচার ক্যাটাগরিতে জিপিএ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের এ বৃত্তি দেওয়া হয়।ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৯০৫ জন প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানকে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৮০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
- প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী ৩ হাজার ৩৬৫ জন কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে।
- বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনয়নে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৩৫ হাজার টাকা করে ২ হাজার ৮১৪ জন কর্মীর পরিবারকে ৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে ।
- বিদেশে বৈধভাবে গমনকারী কর্মরত মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৩ লক্ষ টাকা করে ৫ হাজার ৮৬৮ জন কর্মীর পরিবারকে ১৬৫ কোটি ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৩৭ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে ।
- প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স বাবদ ১১৩৯ জন কর্মীর অনুকূলে আদায়কৃত ৬৮ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৭৩ টাকা তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে ।
- প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় গুরুতর আহত/পঙ্গু/অসুস্থ ২৪ জন কর্মীকে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ২৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

- বিদেশে বিভিন্ন কারণে গুরুতর অসুস্থ ২২ জন কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে দেশে ফেরত এনে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
- প্রবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের দোরগোড়ায় ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সেবাসমূহ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে কল সেন্টার চালু করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সরকারি খাতে একমাত্র রিক্রুটিং এজেন্সী বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসেস (বোয়েসেল) ২০১৫ -১৬ অর্থ বছরে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পেশায় মোট ১০ হাজার ২ শ ৩৮ জন কর্মী প্রেরণ করেছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ২৪৭৭ জন কর্মী বোয়েসেলের মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় গমন করেছেন।
- বর্তমান সরকার মহিলা কর্মীদের বিদেশে প্রেরণে উৎসাহিত করার জন্য তাদেরকে সরকারি খরচে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। সরকারের এ লক্ষ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য বোয়েসেল দক্ষ মহিলা গার্মেন্টস কর্মী প্রেরণ করছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭৭৫২ জন মহিলা গার্মেন্টস কর্মী চাকুরী নিয়ে বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডান গমন করেছেন।
- বোয়েসেলের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের সকল তথ্য এসএমএস এর মাধ্যমে অবহিতকরণের জন্য এসএমএস গেটওয়ে স্থাপন করা হয়ছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক ৭,৭৪৭ জন বিদেশগামী ব্যক্তিকে অভিবাসন ঋণ বাবদ ৭৮.৫৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং উক্ত খাতে ৪৪.১৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরেপ্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক কর্তৃক বিদেশ ফেরত ১১ জন ব্যক্তিকে পুনর্বাসন ঋণ বাবদ ০.২৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং উক্ত খাতে ০.৭৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নতুন ০৫টি শাখা খোলাসহ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এর মোট শাখার সংখ্যা ৫৪টি দাঁড়িয়েছে।
- বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় নির্বাহ এবং ফেরত আসা কর্মীদের পুনর্বাসন ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদত্ত ঋণ সুবিধা প্রক্রিয়াকরণ দ্রুত ও সহজ করার লক্ষ্যে অভিবাসন ঋণ অটোমেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- বর্তমানে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে Skills & Training Enhancement Project (STEP), অর্থ মন্ত্রণালয়ের Skills for Employment Investment Project (SEIP) এবং ILO এর Bangladesh Skills for Employment and Productivity(B-SEP) হতে সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- KOICAএর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রাজশাহীতে আরও একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে একটি টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (টিটিটিআই) স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে যেখানে বিএমইটি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক ছাড়াও অন্যান্যরা আধুনিক ও মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পাবে।

৩.১৫ প্রবাসী কল্যাণ কার্যক্রমঃ

৩.১৫.১ প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং

চাকুরি নিয়ে বিদেশগমনকারী ৪৭ হাজার ৬১৫ জন কর্মীকে বিদেশগমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে।

৩.১৫.২ মৃতদেহ দেশে আনয়ন

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনা হয়। মৃতের কোন পরিবার মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের আগ্রহ প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী ৩ হাজার ৩৬৫ জন কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে।

৩.১৫.৩ _মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ বিমানবন্দর হতে তার পরিবারের নিকট হস্তান্তরের সময় তাৎক্ষণিকভাবে মৃতের পরিবারকে মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে **৩৫,০০০/-** টাকার চেক প্রদান করা হয়। প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৩৫ হাজার টাকা করে ২ হাজার ৮১৪ জন কর্মীর পরিবারকে ৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৩.১৫.৪ প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান

বিদেশে বৈধভাবে গমনকৃত অথবা বৈধভাবে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রতি পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে **৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ)** টাকা করে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়।

৩.১৫.৫ প্রবাসে মৃত কর্মীর মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স আদায় ও বিতরণ

প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং ওয়ারিশদের অনুকূলে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়।

৩.১৫.৬ পঙ্গু ও অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান

প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় যে সব কর্মী গুরুতর অসুস্থ/পঙ্গু হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে সে সকল কর্মীকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে অসুস্থতার গুরুত্ব বিবেচনায় সর্বোচ্চ **১** লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রবাসে অসুস্থ/পঙ্গু হলে দূতাবাসের সহযোগিতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে দেশে ফেরত আনা হয়। এক্ষেত্রে ফেরত কর্মীকে বিমানবন্দর হতে গ্রহণ, এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান এবং সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৩.১৫.৭ শিক্ষাবৃত্তি

ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য ২০১২ সাল থেকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। বর্তমানে পিইসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি ক্যাটাগরিতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

৩.১৫.৮ বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা

বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনকালে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাধ্যমে ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার বিদেশগামী কর্মীকে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৩.১৫.৯ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের বিবরণ

ক্র/নং	বিবরণ	সাল	সংখ্যা	প্রদানকৃত অর্থ
১.	মৃত দেহ আনয়ন	২০১৫-১৬	৩৩৬৫	…………
২.	মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ প্রদান	২০১৫-১৬	২৮১৪	৯,৮৪,৯০,০০০/-
৩.	আর্থিক অনুদান প্রদান	২০১৫-১৬	৫৮৬৮	১,৬৫,০৩,৮৩,৫৩৭/-
৪.	অসুস্থ/পঙ্গু অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান	২০১৫-১৬	২৪	২৩,৫০,০০০/-
৫.	অসুস্থ কর্মী দেশে আনয়ন	২০১৫-১৬	২২	১,৮০,০০০/-
৫.	মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ প্রদান	২০১৫-১৬	১১৩৯	৬৮,৫৩,৬৩,৩৭৩/-
৬.	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	২০১৫-১৬	৯০৫	১,৩৬,৫২,৮০০/-

৩.১৬ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৫ উদযাপন: অভিবাসী কর্মীর অবদানকে মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ১৮ ডিসেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এ দিবসটি জাকজমকপূর্ণভাবে আংলাদেশে উদযাপন করা হয়। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বিশ্বময় অভিবাসন, সমৃদ্ধ দেশ, উৎসবের জীবন' গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি এ দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানমালা উদ্বোধন করেন। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে র‌্যালি, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পট গান, সেমিনার, রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়।

৩.১৭ সিআইপি নির্বাচন: বাংলাদেশের অ র্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী ক্যাটাগরিতে গত ২৮.১২.২০১৫ইং তরিখে ১০ জন প্রবাসীকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) নির্বাচনপূর্বক সিআইপি কার্ড (পরিচয় পত্র) প্রদান করা হয়েছে।

৩.১৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৫-১৬ মোতাবেক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অর্জনসমূহ:

- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিদেশে মোট প্রেরিত কর্মীর মধ্যে দক্ষ কর্মী প্রেরণের হার ৪৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫২% এ উন্নীত হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মোট ১,২৪,৯০২ জন নারী কর্মী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়েছ। মোট কর্মী প্রেরণের মধ্যে নারী কর্মী প্রেরণের হার ১৭.৭০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৩০%-তে উন্নীত হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিদেশে কাজের সুযোগ বৃদ্ধির হার ছিল ৩২.২৯% যা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ছিল মাত্র ১০.৫১%।
- জিডিপি বৃদ্ধিতে বৈদেশিক মুদ্রার অবদান ১৪% যা পূববর্তী বছরে ছিল ১৩.৫০%।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ১২০০ বৈদেশিক কর্মসংস্থান/কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ১৫৮টি রিক্রুটিং এজেন্সি/নিয়োগকারীদের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ১৪৪টি রিক্রুটিং এজেন্সির অফিস পরিদর্শন করা হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ভিজিলেন্স টাস্কফোর্স কর্তৃক ১২টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে
- এ মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগ শতভাগ নিস্পত্তি করা হয়েছে।
- দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৩ লক্ষ ৩৫ হাজার ৮৩৬ জন পুরুষ-মহিলা কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্রশিক্ষিত নারী কর্মীর সংখ্যা ১ লক্ষ ০৫ হাজার ৫১৯ জন।
- ১১টি এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৫টি টিটিসি ও ২টি আইএমটি নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিদেশে অবস্থিত সংগঠনসমূহের সাথে ২৫০টি সমন্বয় সভা করা হয়েছে।
- ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার ২য় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রস্তুতপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
- প্রবাসীদের সন্তানদের মধ্য হতে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মেধাবী ৯০৫জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

৩.১৯ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অর্জনসমূহ:

- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কর্মজীবন উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের ৯৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা ২০০৬ সংশোধনপূর্বক প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ নামে জানুয়ারি ২০১৬ তে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৬ মে ২০১৬ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক দ্বিতীয় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রবর্তনের পর মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ে ইন্টারনেট ও ওয়াই-ফাই সুবিধা প্রদান, সার্ভিস পোর্টাল প্রবর্তনসহ নিয়মিত ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হয়।
- দরপত্র/কোটেশন আহবান নোটিশ নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।
- ই-প্রকিউরমেন্ট প্রবর্তনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় থেকে সিপিটিইউ-কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডে ই-প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম চলমান আছে এবং সম্প্রতি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছে।
- প্রতিবছর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয়।
- অভিযোগ ব্যবস্থাপনার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। বিষয়টি জনসাধারণকে অবহিত করার নিমিত্ত ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত হয়েছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।
- তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রণালয়, সংস্থা-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের নাম ও তথ্য এবং তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদান নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের/সংস্থার কর্মকর্তাদের অসাধারণ কর্ম নৈপুণ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ৭জন কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থায় নিজস্ব ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

৩.২০ কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক সেমিনার/সম্মেলন -এ অংশগ্রহণ ঃ

১. ২৬-২৯ জুন ২০১৬ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব জাবেদ আহমেদ এর নেতৃত্বে সৌদি আরবে মহিলা গৃহকর্মীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তঃ মন্ত্রণালয় প্রতিনিধিদলের সৌদি আরব সফর

২. ১৫-১৮ মে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক জনাব গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এর নেতৃত্বে শ্রম উইং পরিদর্শনের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সৌদি আরব সফর

৩. ২২-২৬ মে ২০১৬ তারিখ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের নেতৃত্বে ১৫ তম Trade Fair এ অংশ গ্রহণ।

৪. ১১-১২ মে ২০১৬ তারিখ আবুধাবি ডায়ালগে অংশগ্রহণের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর

৫. ১৭-২১ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ মালদীপস্থ শ্রম উইং পরিদর্শনের জন্য যুগ্মসচিব জনাব নারায়ণ চন্দ্র বর্মা এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল প্রেরণ

৬. ০৪-০৮ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ ইতালিস্থ শ্রম উইং পরিদর্শনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (বাজেট) জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার এর নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল প্রেরণ

৭. ০৩-০৪ এপ্রিল ২০১৬ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বেগম শামছুন নাহার এর নেতৃত্বে চার সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের Joint Technical Committee বিষয়ক সভায় অংশগ্রহণ

৮. ২৪-২৮ এপ্রিল ২০৬ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি এর নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সিঙ্গাপুর সফর

৯. ০৩-০৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে কাতারের মাননীয় শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর আমন্ত্রণে ৬ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের কাতার সফর

১০. ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫-০২ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখ সৌদি আরবের শ্রম মন্ত্রীর আমন্ত্রণে এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি এর নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সৌদি আরব সফর

১১. ২৭-৩০ আগস্ট ২০১৫ তারিখ এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম বিএসসি এর নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের থাইল্যান্ডে সফর

৩.২১ ২০১৫-২০১৬ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহ ঃ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেশী। তাই এই বিষয়টি মাথায় রেখে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপরও সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এবং এবং ১০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (টিটিসি) শিক্ষা কাযক্রম চালু করেছে। বিদ্যমান ৪৭ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছাড়াও নতুন করে ১৭ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পূর্তকাজ সমাপ্তির পথে রয়েছে। কারিগরি প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিবেচনায় দেশের ৪৩৯টি উপজেলায় ৪৩৯টি করে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এরই আওতায় প্রথম পর্যায়ে ৪০টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রামে ০১টি আইএমটি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৪০ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ২০টি উপজেলায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ভূমি অধিগ্রহণে কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিতে অর্ন্তভূক্ত প্রকল্পসমূহের জুন ২০১৬ পর্যন্ত বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের অগ্রগতির বিস্তারিত

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নংঃ	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও প্রকল্প ব্যয়	প্রকল্প/কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম	২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের সংশোধিত এডিপি-তে মোট বরাদ্দ (প্রঃসাঃ)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে অর্থ উপযোজনপূর্বক অবমুক্তি জিওবি (প্রঃ সাঃ)	জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় বরাদ্দের বিপরীতে %
	বিনিয়োগ প্রকল্পঃ				
১.	মুন্সীগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন (২য়সংশোধিত) (এপ্রিল ২০১০- ডিসেম্বর ২০১৭) ২১৪৫১.৮২ লক্ষ টাকা	(ক) মেরিন টেকনোলজি স্থাপন করা। (খ) নৌ-বিদ্যায় বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দান। (গ) প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান প্রদান করা ।	৩৮১০.০০	৩৩৬০.০০ (-)	৩২২৮.৬০ (৯৬.১০%)
২.	বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৭) ৮২৫৭১.৭৩ লক্ষ টাকা	দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ (কারিগরি ও ভোকেশনাল)প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৭টি জেলায় ২৭টি কারিগরিপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	১৬৮০০.০০ (-)	১৫২০০.০০ (-)	১৫১২২.৮২ (৯৯.৫০%)
৩.	ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষনার্থীদের বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) (জুলাই ২০১২ - জুন ২০১৭) ৪৮৪৮.০০ লক্ষ টাকা	দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত বিদ্যমান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এবং বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (বিআইএমটি) প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্ড়র এবং তাদের ঝরে যাওয়া রোধকল্পে নিয়মিত বৃত্তি প্রদান করাই হল প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	৫০০.০০ (-)	৫০০.০০ (-)	৪৯৫.৬৮ (৯৯.১৪%)
৪.	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি-র সংস্কার ও আধুনিকায়ন (জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০১৮) ৫৫৪৭.৭৮ লক্ষ টাকা	বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের একাডেমিক ভবন, ওয়ার্কশপ, আবাসিক ভবনসমূহের সংস্কার সম্পাদন, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য আসবাবপত্র ও আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১১০০.০০ (-)	১১০০.০০ (-)	১০৯২.৪৮ (৯৯.৩২%)
৫.	৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে একটি আইএমটি স্থাপন (জানুয়ারী ২০১৬ থেকে জুন ২০২০)	দেশের বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ (কারিগরি ও ভোকেশনাল)প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরিপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।	৭৭৫.০০	২৮২৫.০০	২৮২২.৪২ (৯৯.৯০%)

	১৩৩১২৯.৬৩ লক্ষ টাকা				
	উপ-মোট (ক)		**২২৯৮৫.০০ (-)**	**২২৯৮৫.০০ (-)**	**২২৭৬২.০০ (৯৯.০৩%)**
	কারিগরি সহায়তা প্রকল্প				
৬.	Promoting Decent Work through Improved Migration Policy and its Application in Bangladesh (জুলাই ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৫)	জাতীয় উন্নয়নে কর্মী অভিবাসনের গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং অভিবাসী কর্মীর সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য অভিবাসন সংক্রান্ত আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়ার্কে কে সুসংহত করা। কর্মী অভিবাসনে সেবা প্রদানের মানোন্নয়ন করা। বিশেষ করে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সীদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা। অভিবাসী কর্মীদের, বিশেষ করে, নারী কর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান করা।	৪৬০.০০ (৪৬০.০০)	(*)	৪২৬.৫২ (৪২৬.৫২) (৯৩%)
৭.	Institutional Support for Migrant Workers' Remittances (জানুয়ারি ২০১২- ডিসেম্বর ২০১৫)	রেমিটেন্সের যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে অভিবাসী কর্মীদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা এবং রেমিটেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ গড়ে তোলার বিষয়ে সহায়তা প্রদান।	৯০.০০ (৭৫.০০)	১৫.০০ (*)	৪০.৬৭ **(২৫.৬৭)** (৪৫%)
	উপমোট (খ)		**৫৫০.০০ (৫৩৫.০০)**	**১৫.০০** (-)	৪৬৭.১৯ (৪৫২.১৯%) (৮৫%)
	সর্বমোট (ক+খ)		**২৩৫৩৫.০০ (৫৩৫.০০)**	**২৩০০০.০০** (-)	**২৩,২২৯.১৯ (৪৫২.১৯) (৯৮.৭%)**

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চালু ট্রেডগুলোর মধ্যে রয়েছে- অটোমোবাইল, নৌপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি, ওয়েল্ডিং, ফ্রিজসহ ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি মেরামতকরণ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, প্লাম্বিং, পাইপফিটিং, গার্মেন্টস ট্রেড ইত্যাদি।

গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত হয়েছে এমন কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের চিত্র:

ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, সিরাজগঞ্জ

ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, বাগেরহাট

ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (IMT), ফরিদপুর

ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি, ফরিদপুর

অধ্যায়-৪

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম ও অগ্রগতি

৪.১ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি):

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনশক্তি প্রেরণকারী দেশ। বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণ ও অভিবাসী কর্মীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত রেমিটেন্স দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করছে। দেশের অর্থনীতিকে করেছে শক্তিশালী। বর্তমানে বৈশ্বিক শ্রমবাজারে অদক্ষ কর্মীর চাহিদা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে পড়েছে এবং প্রযুক্তির প্রসারতার কারণে দক্ষ কর্মীর চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে রুপান্তর ও বৈদেশিক শ্রমবাজারে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরির লক্ষে নিয়োগকারী দেশের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যুরোর অধীনে ৫৬ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬ টি ইনস্টিটিউট অব মেরিণ টেকনোলজির মাধ্যমে ৪৮ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)'র অধীনস্থ ৫৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০৬টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি সহ মোট ৬২টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সর্বমোট ৩,৩৫,৮৩৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তন্মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা ১,০৫,৫১৯ জন। সর্বস্তরে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে জনগণের দোড়গোড়ায় জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর সেবা পৌছে দেয়ার জন্য সারা দেশব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ১ম পর্যায়ে ৪০টি উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ ২০১৯ সালে সম্পন্ন হবে।

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বিদেশ গমনকৃত কর্মীদের দোড়গড়ায় সেবা পৌছেঁ দেয়ার লক্ষে দেশের ৪২ টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং ০৪ টি বিভাগে বিভাগীয় জনশক্তি অফিসের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের বিষয়ে তথ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বিদেশে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান, বৈধ ওয়ারিশ সনাক্তকরণ, আভ্যন্তরীন শ্রম বাজার অনুসন্ধান, বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান, বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট থেকে সতর্ক থাকার বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান আরও জোরদার করা হয়েছে।

সেবার পরিধি বৃদ্ধিকল্পে ২২ টি জেলায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং ৩ টি বিভাগীয় জনশক্তি অফিস স্থাপনসহ "৬৪ টি জেলায় ৬৪ টি জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস এবং ০৭টি বিভাগীয় জনশক্তি অফিসের নিজস্ব ভবন তৈরি" শীর্ষক প্রকল্প এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের ফিঙ্গার ইমপ্রেশন কার্যক্রম শুধুমাত্র ঢাকায় ছিল। কর্মীদের সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণকে বিবেচনায় এনে বর্তমানে ০৩টি বিভাগীয় শহরের জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ছাড়াও কক্সবাজার, ডিইএমও এর মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের ফিংগার প্রিন্ট গ্রহণ সেবা দেয়া হচ্ছে। ৪২টি ডিইএমও'র মধ্যে অবশিষ্ট ৩৮টি ডিইএমও'র মাধ্যমে ফিঙ্গার প্রিন্ট ইমপ্রেশন কার্যক্রম অতিশীঘ্রই শুরু করা হবে। এতে করে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা গ্রহণ সহজ হবে। এবং বর্হিগমন ছাড়পত্র কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করে চট্টগ্রাম থেকে শুরু করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ব্যুরো কর্তৃক নবায়নকৃত রিক্রুটিং লাইসেন্স এর সংখ্যা ৬৬টি। ২০১৫-১৬ সালের বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মীদের নিকট থেকে রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে প্রাপ্ত মোট অভিযোগ ৩৮০টি তন্মধ্যে ৮৯ টি অভিযোগ নিস্পত্তি হয়েছে এবং প্রতারিত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় রিক্রুটিং এজেন্সির সমূহের নিকট থেকে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সর্বমোট ৮,৯০,০০০ (আট লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা আদায় করে অভিযোগকারীদের প্রদান করা হয়েছে। রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ২০১৫-২০১৬ সালে ০২টি রিক্রুটিং এজেন্সির লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে , ০৭টি লাইসেন্স স্থাগিত করা হয়েছে এবং নতুন ৫৮টি রিক্রুটিং লাইসেন্স এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ব্যুরো হতে সর্বমোট ৬,৮৪,৫৩৭ জন কর্মী বিদেশে গমনের জন্য ছাড়পত্র গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ১,০৫,৫১৯ জন নারী কর্মী। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রাপ্ত সর্বমোট রেমিটেন্সের পরিমান ১৪৯৩১.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৪.২ বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল):

সরকারের আনুকূল্যে ও সহায়তায় বাংলাদেশের কর্মক্ষম ও বিদেশে চাকুরি করতে ইচ্ছুক নাগরিকদেরকে স্বল্প খরচে / বিনা খরচে বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে কোম্পানি আইনের অধীনে বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল) নামে একটি সরকারি জনশক্তি রপ্তানিকারক কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা হয়।মেমোরেন্ডাম ও আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন অনুযায়ী বোয়েসেল পরিচালনার ব্যাপারে নীতিনির্ধারণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। বর্তমানে পরিচালনা বোর্ডের সকল সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত।

৪.২.১ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বোয়েসেল এর কর্মী প্রেরণ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বোয়েসেলের মাধ্যমে প্রেরণকৃত মোট ১০,২৩৮ জন কর্মীর দেশ ও পেশাওয়ারী তথ্য নিম্ন ছকে প্রদান করা হলো ঃ

দেশ	**পেশাজীবি**	**দক্ষ**	**স্বল্প দক্ষ**	**মোট**
জর্ডান	-	৭,২৮৩	০০	৭,২৮৩
বাহরাইন	-	৩৩২	০০	৩৩২
ওমান	০২	১৩৭	০০	১৩৯
মালদ্বীপ	০৭	০০	০০	০৭
দক্ষিণ কোরিয়া	-	--	২,৪৭৭	২,৪৭৭
মোট	**০৯**	**৭,৭৫২**	**২,৪৭৭**	**১০,২৩৮**

৪.২.২ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বোয়েসেল এর সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার:

ক্র/নং	**কার্যক্রম**	**অগ্রগতি**	**মন্তব্য**
১.	মহিলা গার্মেন্টস কর্মী অভিবাসন	২০০৬ সন হতে জর্ডান সরকার বাংলাদেশ হতে কর্মী নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। প্রবাসী কলাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং জর্ডানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের বিশেষ চেষ্টায় ২০১০ খ্রিঃ তারিখের সেপ্টেম্বর মাস হতে জর্ডান সরকার বাংলাদেশ হতে শুধুমাত্র মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নিয়োগের অনুমতি প্রদান করেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের স্বল্প খরচে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বোয়েসেল বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা নিম্নরূপ: (ক) জর্ডান ও বাহরাইন এর গার্মেন্টস কোম্পানীর প্রতিনিধি ঢাকায় এসে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে প্রকৃত মহিলা গার্মেন্টস কর্মী নির্বাচন করে থাকে। (খ) মহিলা কর্মীগণ শুধুমাত্র বোয়েসেলে ১০,০০০/- টাকা সার্ভিস চার্জ প্রদান করে জর্ডান গমন করছে। তাদের ভ্যাট, বহিঃগমন (গ) প্রত্যেক মহিলা গার্মেন্টস কর্মী ন্যূনপক্ষে মাসিক ১৪,০০০/- টাকা আয় করছে এবং কর্মীদের থাকা, খাবার এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা কোম্পানী করছে। (ঘ) বোয়েসেলের কোন দালাল/মধ্যস্বত্ব ভোগী/এজন্টে নাই বিধায় মেয়েরা সরাসরি বোয়েসেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে কোন প্রকার প্রতারানা বা হয়রানি ছাড়াই বিদেশ যেতে পারছে। (ঙ) ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত জর্ডানের বিভিন্ন গার্মেন্টস এ মোট ৩১,৯৪৭ জন মহিলা কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে।	
২.	কোরিয়ায় অভিবাসন	Employment Permit System এর আওতায় বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় বোয়েসেলের মাধ্যমে ২০০৮ খ্রিঃ হতে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ (১) কর্মীদের অভিবাসন ব্যয় ৮৫০ (আটশত পঞ্চাশ) ডলার সমমানে ৬৮,০০০/- টাকা মাত্র।	

		(২) কর্মীগণ দক্ষিণ কোরিয়ায় ওভারটাইমসহ মাসিক ১ (এক) লক্ষ টাকার উপরে আয় করে থাকে এবং তাদের থাকা এবং খাবার ব্যবস্থা নিয়োগকারী কোম্পানি করে থাকে। (৩) ৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত EPS এর মাধ্যমে মোট ১৫,১৫৬ জন কর্মী চাকুরি নিয়ে বোয়েসেলের মাধ্যমে কোরিয়া গমন করেছে। উচঝ এর মাধ্যমে দক্ষিণ কোরিয়ায় গমনের জন্য কর্মী নির্বাচন এবং কর্মী প্রেরণসহ সকল প্রক্রিয়া Online এ অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হচ্ছে।	
৩.	বিনা খরচে অভিবাসন	বোয়েসেল বিনা খরচেও বিদেশে কর্মী প্রেরণ করে থাকে। এসবক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী কর্মীর ইন্টারভিউ হতে সেদেশে গমন পর্যন্ত সকল ব্যয় বহন করে থাকে। এমনকি বোয়েসেলের যে সার্ভিস চার্জ তাও উক্ত কোম্পানী প্রদান করে থাকে। সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ইন্টারভিউতে আসার জন্য যাতায়াত ভাতা, আপ্যায়ন, কর্মীর মেডিকেল ব্যয়, বিমান ভাড়া, ভিসা ব্যয় সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বহন করে। এ পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে বোয়েসেলের মাধ্যমে কাতারে ১০৭জন, দুবাই-এ ২৬ জন, সৌদি আরবে ৭০ জন, মোট ২০৩ জন কর্মী প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরীত কর্মীরা পেশাজীবী ও দক্ষ এবং তাঁরা উচ্চ বেতনে চাকুরি করছে।	
৪.	বোয়েসেলের অন্যান্য অর্জন ঃ	● ১৯৮৬ সালে সরকারি প্রটোকলে ১০,০০০ কর্মী ইরাকে প্রেরণ করা হয়; ● ১৯৯৬ - ১৯৯৭ সালে বোয়েসেল-এর তত্বাবধানে মালয়শিয়াতে ৭৯,০০০ কর্মী প্রেরণ করা হয়; ● ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত উচঝ এর মাধ্যমে মোট ১৫,১৫৬ জন কর্মীকে দক্ষিণ কোরিয়া প্রেরণ করা হয়; ● ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বোয়েসেলের মাধ্যমে ৩১,৯৪৭ জন মহিলা এবং ৩৫৪জন পুরুষ সহ মোট ৩২,৩০১ জন গার্মেন্টস কর্মীকে জর্ডানে প্রেরণ করা হয়; ● ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে ১০,২৩৮ জন কর্মীকে প্রেরণ করা হয়; এবং ● বোয়েসেল-এর প্রতিষ্ঠাকাল হতে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৬৪,১৯৩ জন কর্মীকে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়।	

৪.৩ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড:

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার:

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	অগ্রগতি
১.	মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে পৌঁছালে বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক কর্তৃক মৃতদেহ গ্রহণপূর্বক পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়। প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ আর্থিক সাহায্য হিসেবে ৩৫ হাজার টাকা করে ২ হাজার ৮১৪ জন কর্মীর পরিবারকে ৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।
২.	প্রবাসে মৃত কর্মীর পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান	বিদেশে বৈধভাবে গমণকারী মৃত কর্মীর প্রতি পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। ১ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ হতে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে আর্থিক অনুদান হিসেবে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত তারিখের পূর্বে মৃত্যুবরণকারীর পরিবারকে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হত। বিদেশে বৈধভাবে গমনকারী/বৈধভবে কর্মরত মৃত্যুবরণকারী কর্মীর পরিবারকে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৩ লক্ষ টাকা করে ৫ হাজার ৮৬৮ জন কর্মীর পরিবারকে ১৬৫ কোটি ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৩৭ টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
৩.	মৃতদেহ দেশে আনয়ন	প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী বাংলাদেশি কর্মীর মৃতদেহ পরিবারের লিখিত মতামত সাপেক্ষে দেশে আনা হয়। কোন মৃতের পরিবার মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট দেশে দাফনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে দেশে দাফনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী ৩ হাজার ৩৬৫ জন কর্মীর মৃতদেহ দেশে ফেরত আনা হয়েছে। বিদেশে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃতদেহ দেশে আনয়নে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
৪.	মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/ বকেয়া বেতন/ সার্ভিস বেনিফিট/ ইন্স্যুরেন্স আদায় ও বিতরণ	প্রবাসে মৃত্যবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোনো সংস্থা/ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দেশের বাংলাদেশ দূতাবাস/হাইকমিশনের মাধ্যমে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং আদায়কৃত অর্থ ওয়ারিশদের অনুকূলে যথাযথভাবে বিতরণ করা হয়। প্রবাসে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর মৃত্যুজনিত কারণে নিয়োগকর্তা/অন্য কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা হতে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ/বকেয়া বেতন/সার্ভিস বেনিফিট/ইন্স্যুরেন্স বাবদ ১,১৩৯ জন কর্মীর অনুকূলে আদায়কৃত ৬৮ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৭৩ টাকা তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
৫.	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান	ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানদের জন্য ২০১২ সালে শিক্ষাবৃত্তি প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে প্রতি বছর পিএসসি ক্যাটাগরিতে ২৫০ জন, জেএসসি ক্যাটাগরিতে ২০০ জন, এসএসসি ক্যাটাগরিতে ১৫০ জন এবং এইচএসসি ক্যাটাগরিতে ১০০ জন মোট ৭০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড হতে ৯০৫ জন প্রবাসী কর্মীর মেধাবী সন্তানকে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৮০০ টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
৬.	প্রাক বহির্গমন ব্রিফিং	চাকরি নিয়ে বিদেশ গমনকারী কর্মীদের সংশ্লিষ্ট দেশের আইন ও নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, ভাষা, শ্রম আইন, আবহাওয়া ও পরিবেশ, অধিকার-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা দিতে বিদেশ গমনের পূর্বে প্রাক-বহির্গমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়। চাকুরি নিয়ে বিদেশগমনকারী ৪৭ হাজার ৬১৫ জন কর্মীকে বিদেশগমনের পূর্বে প্রাক-বর্হিগমন ব্রিফিং প্রদান করা হয়েছে।
৭.	**বিমানবন্দরস্থ প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা**	বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশগমন এবং প্রত্যাবর্তনকালে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মাধ্যমে ৬ লক্ষ ৮৪ হাজার বিদেশগামী কর্মীকে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
৮.	আহত, পঙ্গু ও অসুস্থ কর্মীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান	প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় গুরুতর আহত/পঙ্গু/অসুস্থ ২৪ জন কর্মীকে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ২৩ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৪.৪ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক:

মূল্যবান রেমিটেন্স প্রেরণকারী এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভাবনীয় অবদান রাখা অভিবাসী কর্মীদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে সরকার ১১ অক্টোবর ২০১০ সালে **“প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০”** পাশের মাধ্যমে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল, ২০১১ সালে ৪র্থ ‘কলম্বো প্রসেস সম্মেলনের’ সময় ব্যাংকটির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ৭১-৭২ পুরাতন এলিফ্যান্ট রোড,ইস্কাটন রোড, ঢাকায় অবস্থিত। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে নড়াইল, জামালপুর, গাইবান্ধা, লক্ষ্মীপুর ও মাগুরায় ৫টি নতুন শাখা খোলা হয় ।

৪.৪.১ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখাসমূহ

বর্তমানে ০৭টি বিভাগীয় শহরসহ সারা দেশে এ ব্যাংকের ৫৪টি শাখা রয়েছে। শাখা বিভাজন নিম্নরূপ:

ঢাকা	১৯টি
চট্টগ্রাম	১২টি
রাজশাহী	০৬টি
খুলনা	০৫টি
বরিশাল	০৪টি
রংপুর	০৪টি
সিলেট	০৪টি
মোট -- ৫৪টি	

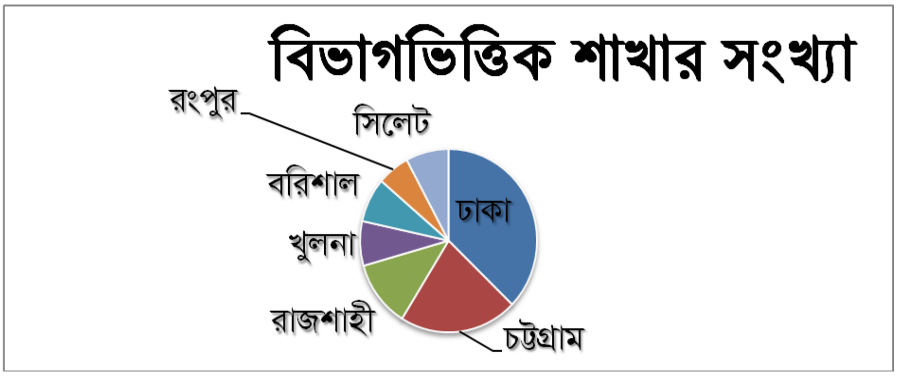

৪.৪.২ অর্থ বছর ভিত্তিক ঋণ বিতরণ, আদায় ও স্থিতি

(কোটি টাকায়)

ক্রম	অর্থ বছর	ঋণ বিতরণ		ঋণ আদায়	ঋণ স্থিতি
		সংখ্যা	টাকা		
১	২০১৫-২০১৬	৭,৭৫৮	৭৮.৮৮	৪৪.৯২	৮৫.৪৬

৪.৪.৩ ২০১৫-২০১৬অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বিপরীতে অর্জন (৩০ জুন ২০১৬ পর্যন্ত)

(কোটি টাকায়)

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	পুঞ্জিভুত প্রকৃত অর্জন	অর্জনের %
১	মোট ঋণ বিতরণ (কর্মচারি ঋণ ব্যতিত)	৪২.০০	৭৮.৮৭	১৮৮%
২	মোট ঋণের স্থিতি (কর্মচারি ঋণ ব্যতিত)	৪৮.০০	৮৫.৪৬	১৭৮%
৩	মোট ঋণ আদায়	৩৫.০০	৪৪.৯২	১২৮%
৪	মোট আমানতের বিপরীতে স্বল্পব্যয়ী আমানতের হার	৭%	৩৫%	৫০০%
৫	কর ও প্রভিশন পরবর্তী মুনাফা	৩.৫০	৩.৫৪	১০১%
৬	সম্পদের উপর উপার্জনের হার	৫%	১.৫৭%	৩১%
৭	ঋণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃজন	১৫০০০	৩১০২৮	২০৭%
৮	মামলা নিষ্পত্তি হার	৮%	১৭%	২১৩%
৯	অটোমেশন	৫৫	৫৫	১০০%
১০	লোকসানী শাখা (সংশ্লিষ্ট বছরের নতুন শাখা ব্যতিত)	১৬	২	৮০০%

৪.৪.৪ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তসার:

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	অগ্রগতি
১	শাখা সম্প্রসারণঃ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ১১ টি শাখা খোলা হয়েছে। এগুলো হলো- মির্জাপুর (টাঙ্গাইল), রাউজান (চট্রগাম), নারায়ণগঞ্জ, নওগাঁ, হবিগঞ্জ, রাজবাড়ী, সিঙ্গাইর (মানিকগঞ্জ), ফেনী, গাজীপুর, সন্দীপ (চট্টগ্রাম), দোহার (ঢাকা)।	নতুন ০৫ টি শাখাসহ বর্তমানে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের শাখার সংখ্যা ৫৪ টি-তে উন্নীত হয়েছে।
২	প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা ঃ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে জনসারণকে অবহিত করার জন্য বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন এফ এম রেডিও , সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতে টক'শো এবং নিজস্ব অর্থায়নে ডকুমেন্টরি তৈরী করে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়া চলতি অর্থ-বছরে ১০,০০০ পোস্টার, ৫০,০০০ লিফলেট তৈরী কওে বিতরণ করা হয়েছে।	প্রচার কার্যক্রমের ফলে বর্তমান সরকারের একটি সফলতম প্রকল্প হিসাবে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।
৩	কম্পিউটারাইজেশনঃ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয়ে কম্পিউটারাইজেশনের কোনো বিকল্প নেই।এ জন্য প্রধান কার্যালয় ও প্রতিটি শাখার সকল স্তরে কম্পিউটার জ্ঞান সম্পন্ন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। জানুয়ারী ২০১৪ হতে অন-লাইন ব্যাংকিং চালু করা হয়েছে। এর ফলে অত্র ব্যাংকের গ্রাহকগণ যে কোন শাখায় টাকা জমা প্রদান ও গহণ করতে পারছে। এতে ঋণ গ্রহীতাদের অর্থ ও সময় উভয়ই সাশ্রয় হয়। গুরুত্বপূর্ণ ডাটা নিরাপদ করার লক্ষ্যে ভাড়া ভিত্তিক ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় সফটওয়ার তৈরীপূর্বক সকল আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে অন লাইন ব্যাংকিং চালু করার ফলে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।
৪	বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকে রুপান্তর ঃ ঋণ আদায় ত্বরান্বিত, রেমিট্যান্স আনয়ণ এবং ব্যাংকের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু, ক্লিয়ারিং হাউজের সদস্যপদ হওয়া এবং এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকটিকে	তফসিলি ব্যাংকে রুপান্তরে বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ-মন্ত্রণালয় এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডেও সাথে সক্রিয় যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

	বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তর প্রয়োজন। বিশেষায়িত তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তরে পরিশোধিত মূলধন আরো ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকার সংস্থানের বিষয়ে সরকারের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। উক্ত অর্থ পাওয়া গেলে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পাওয়ার পর এই ব্যাংক বানিজ্যিক ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করতে পারবে।	
৫	ব্যতিক্রমী ও অন্যান্য সেবা প্রদান ঃ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিদিন গড়ে ২৫০০-৩০০ জন বিদেশ গমনেচ্ছু পুরুষ ও মহিলা কর্মীদের নিকট হতে অতি দ্রুত সময়ে ওয়ানস্টপ সেবার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফি, স্মার্টকার্ড ফি এবং ফিঙ্গার প্রিন্ট ফি বাবদ টাকা আদায় করছে। এতে কওে বিদেশগামী কর্মীদেও অতিরিক্ত খরচ ও সময় উভয়েরই সাশ্রয় হচ্ছে।	ওয়ানস্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে প্রতিদিন ২৫০০-৩০০০ জন বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদেও ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

অধ্যায় ৫

উপসংহার

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বজনীন অভিবাসন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিদেশে প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা ৬,৮৪,৫৩৭ জন এবং অর্জিত রেমিট্যান্স ১৪৯৩১.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমেয় যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের আমলে অভিবাসন খাতের যে ক্রমান্বয়ে উন্নতি ঘটছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও দুরদর্শী দিক-নির্দেশনা এবং এ মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে ইতোপূর্বে মালয়েশিয়ায় ২ লক্ষ ৬৭ হাজার, সৌদি আরবে প্রায় ৮ লক্ষ অবৈধ বাংলাদেশি কর্মীকে বৈধকরণের আওতায় আনা সম্ভব হয়। অন্যান্য যে সকল দেশে অবৈধভাবে বাংলাদেশি কর্মী বসবাস করছে, তাদেরকেও পর্যায়ক্রমে বৈধকরণের বিষয়ে শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে কর্মী প্রেরণকারী দেশসমূহের মূল লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বর্তমান সরকার বদ্ধ পরিকর। তন্মধ্যে যৌক্তিক অভিবাসন ব্যয়, কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এবং নিরাপদ অভিবাসন অন্যতম। পুরুষ কর্মীর পাশাপাশি নারী কর্মীর অভিবাসন দেশের অর্থনীতিকে করেছে আরও সমৃদ্ধ। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে বিদেশে প্রেরিত মহিলা কর্মীর সংখ্যা ১,২৪,৯০২ জন। বর্তমান সরকারের সফল শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৌদি আরব অধিক সংখ্যক নারী কর্মীর পাশাপাশি তাদের সুরক্ষার জন্য নিকট আত্মীয় পুরুষ কর্মী নিতে সম্মত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৪-৬ জুন ২০১৬ ইং তারিখে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলসহ সৌদি আরব সফর করেছেন। সৌদি বাদশার সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে অধিক হারে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে অত্যন্ড় ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ১০ আগস্ট ২০১৬ তারিখে সৌদি সরকার বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে কর্মী গ্রহণের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়।

বর্তমান সরকারের সফল শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখার পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে নতুন নতুন শ্রমবাজার হিসাবে ইতোমধ্যে হংকং, জর্ডান, মরিশাস, পোল্যান্ড, সুইডেন, বেলারুশ, পাপুয়া নিউগিনি, সিসিলি, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, তাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, কোরিয়া, রুমানিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, রাশিয়া, সুদান, মালদ্বীপ, থাইল্যান্ডসহ প্রভৃতি দেশে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হচ্ছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান এবং বিদ্যমান শ্রমবাজার ধরে রাখার লক্ষ্যে International Labour Organization(ILO), UN Women এর সহায়তায় Market Analysis এর মাধ্যমে ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিলসহ মোট ১০টি নতুন দেশে শ্রম বাজার সম্পর্কে স্ট্যাডি সম্পন্ন করে এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিদ্যমান Trend ও মহিলা কর্মীদের জন্য Diversified Trend Indetitfy করে রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় হতে A2i এর সহায়তায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের জন্য Expression of Interest (EoI) এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী ক্যাটাগরিতে গত ২৮.১২.২০১৫ইং তারিখে ১০ জন প্রবাসীকে বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (অনাবাসি বাংলাদেশি) নির্বাচনপূর্বক সিআইপি কার্ড (পরিচয় পত্র) প্রদান করা হয়েছে। মালয়েশিয়ায় জি টু জি প্লাস প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের উদ্দেশ্যে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে মালয়েশিয়ার সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। সৌদি আরবে গৃহ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ সালে সৌদি আরব ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ২০১৫ সালের জুলাই হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৬০ হাজার ৮৫৫ জন নারী কর্মী সৌদি আরব গমন করে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিদেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের আওতায় ২৩৮টি পদ সম্বলিত ২৩টি নতুন শ্রম উইং সৃজনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব করা হয়। এর মধ্যে ১০১টি পদ সম্বলিত ১২টি নতুন শ্রম উইং সৃজনের অনুমোদন পাওয়া যায়। ফলে বর্তমানে শ্রম উইংয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮টি; যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমবাজার সম্প্রসারণের কাজ পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নয়। প্রস্তাবিত জনবলসহ সবগুলো শ্রম উইং সৃজন করা সম্ভব হলে বিদেশে শ্রমবাজার অভূতপূর্বভাবে সম্প্রসারণ হবে এবং বাংলাদেশ হতে আরও অধিকহারে কর্মী প্রেরণ করা সম্ভব হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের গবেষণা সেল এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রমিক গ্রহণকারী দেশসমূহে শ্রম বাজারের চাহিদা বিশ্লেষণ করে যেসব দেশে কর্মী চাহিদা বেশী রয়েছে সেসব দেশে অধিকহারে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া অধিকহারে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব নিরসনের লক্ষ্যে শ্রমিক গ্রহণকারী দেশসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে জনশক্তি প্রেরণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে।

****

পরিশিষ্ট:ক

(মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram)

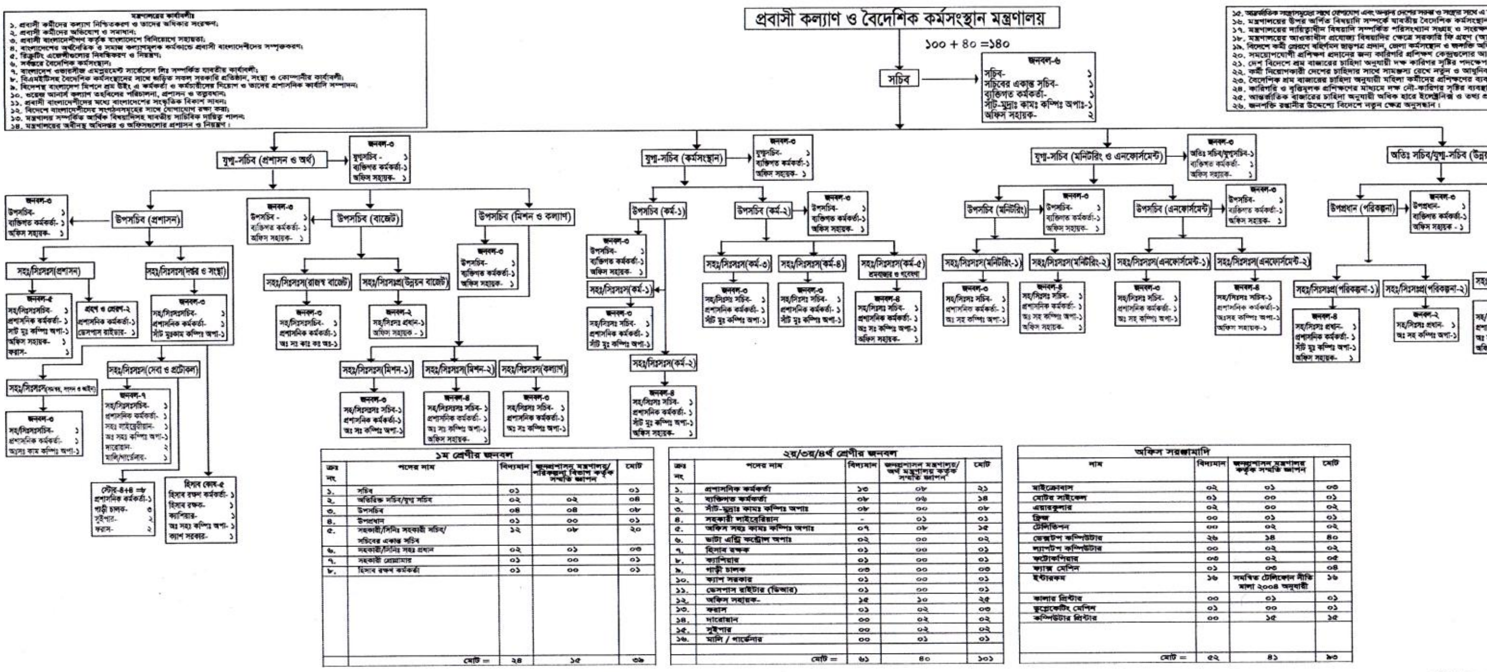

মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী

১. প্রবাসী কর্মীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ;
২. প্রবাসী কর্মীদের অভিযোগ ও সমাধান;
৩. প্রবাসী বাংলাদেশীগণ কর্তৃক বাংলাদেশে বিনিয়োগে সহায়তা;
৪. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সম্পৃক্তকরণ;
৫. রিক্রুটিং এজেন্সীগুলোর নিবন্ধিকরণ ও নিয়ন্ত্রণ;
৬. সর্বস্তরে বৈদেশিক কর্মসংস্থান;
৭. বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট সার্ভেসেস লিঃ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী;
৮. বিএমইটিসহ বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সাথে জড়িত সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও কোম্পানীর কার্যাবলী;
৯. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম উইং এ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও তাদের প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পাদন;
১০. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের পরিচালনা, প্রশাসন ও তত্ত্বাবধান;
১১. প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে বাংলাদেশের সংস্কৃতিক বিকাশ সাধন;
১২. বিদেশে বাংলাদেশীদের সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
১৩. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আর্থিক বিষয়াদিসহ যাবতীয় সাচিবিক দায়িত্ব পালন;
১৪. মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর ও অফিসগুলোর প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ।

১৫. আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং অন্যান্য দেশের সরকার ও সংস্থার সাথে এ
১৬. মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত বিষয়াদি সম্পর্কে যাবতীয় বৈদেশিক কর্মসংস্থান
১৭. মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বাধীন বিষয়াদি সম্পর্কিত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষ
১৮. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রযোজ্য বিষয়াদির ক্ষেত্রে সরকারি ফি গ্রহণ (আ
১৯. বিদেশে কর্মী প্রেরণে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অ
২০. সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর আ
২১. দেশ বিদেশে শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কারিগর সৃষ্টির পদক্ষেপ
২২. কর্মী নিয়োগকারী দেশের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নতুন ও আধুনিক
২৩. বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী মহিলা কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্য
২৪. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ নৌ-কারিগর সৃষ্টির ব্যবস্থা
২৫. আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী অধিক হারে ইলেক্ট্রনিক্স ও তথ্য প্র
২৬. জনশক্তি রপ্তানীর উদ্দেশ্যে বিদেশে নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
১০০ + ৪০ =১৪০
সচিব
জনবল-৬ সচিব- ১ সচিবের একান্ত সচিব- ১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ১ সাঁট-মুদ্রাঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ-১ অফিস সহায়ক- ২
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
জনবল-৩ যুগ্মসচিব - ১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১ অফিস সহায়ক- ১
উপসচিব (প্রশাসন)
জনবল-৩ উপসচিব- ১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ১ অফিস সহায়ক- ১
সহঃ/সিঃসঃস(প্রশাসন)
জনবল-৫ সহ/সিঃসঃসচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ সাঁট মুঃ কম্পিঃ অপা-১ অফিস সহায়ক- ১ ফরাস- ১
গ্রহণ ও প্রেরণ-২ প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১ ডেসপাস রাইডার- ১
সহঃ/সিঃসঃস(দপ্তর ও সংস্থা)
জনবল-৩ সহ/সিঃসঃসচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ সাঁট মুদ্রাক্ষর কম্পিঃ অপা-১
সহঃ/সিঃসঃস(সেবা ও প্রটোকল)
জনবল-৭ সহ/সিঃসঃসচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ সহঃ লাইব্রেরীয়ান- ১ অঃ সহঃ কম্পিঃ অপা-১ দারোয়ান- ২ মালি/গার্ডেনার- ১
সহঃ/সিঃসঃস(আইন, শৃঙ্খলা ও মামলা)
জনবল-৩ সহ/সিঃসঃসচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ অফিসঃ কাম কম্পিঃ অপা-১
স্টোর-৪+৪ =৮ প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১ গাড়ী চালক- ৩ সুইপার- ২ ফরাস- ২
হিসাব কোষ-৫ হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা- ১ হিসাব রক্ষক- ১ ক্যাশিয়ার- ১ অঃ সহঃ কম্পিঃ অপা- ১ ক্যাশ সরকার- ১
উপসচিব (বাজেট)
জনবল-৩ উপসচিব - ১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ১ অফিস সহায়ক- ১
সহঃ/সিঃসঃস(রাজস্ব বাজেট)
জনবল-৩ সহ/সিঃসঃসচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১ অঃ সঃ কাঃ কঃ অঃ-১
সহঃ/সিঃসঃপ্র(উন্নয়ন বাজেট)
জনবল-২ সহ/সিঃসঃ প্রধান-১ অফিস সহায়ক - ১
উপসচিব (মিশন ও কল্যাণ)
জনবল-৩ উপসচিব- ১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১ অফিস সহায়ক- ১
সহঃ/সিঃসঃস(মিশন-১)
জনবল-৩ সহ/সিঃসঃসঃ সচিব-১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১ অঃ সঃ কম্পিঃ অপা-১
সহঃ/সিঃসঃস(মিশন-২)
জনবল-৪ সহ/সিঃসঃসঃ সচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ অঃ সঃ কম্পিঃ অপা-১ অফিস সহায়ক- ১
সহঃ/সিঃসঃস(কল্যাণ)
জনবল-৩ সহ/সিঃসঃ সচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১ অঃ সঃ কম্পিঃ অপা-১
যুগ্ম-সচিব (কর্মসংস্থান)
জনবল-৩ যুগ্মসচিব- ১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১ অফিস সহায়ক- ১
উপসচিব (কর্ম-১)
জনবল-৩ উপসচিব- ১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১ অফিস সহায়ক- ১
সহঃ/সিঃসঃস(কর্ম-১)
জনবল-৩ সহ/সিঃসঃ সচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ সাঁট মুঃ কম্পিঃ অপা-১
সহঃ/সিঃসঃস(কর্ম-২)
জনবল-৪ সহ/সিঃসঃ সচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ সাঁট মুঃ কম্পিঃ অপা-১ অফিস সহায়ক- ১
উপসচিব (কর্ম-২)
জনবল-৩ উপসচিব- ১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১ অফিস সহায়ক- ১
সহঃ/সিঃসঃস(কর্ম-৩)
জনবল-৩ সহ/সিঃসঃ সচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ সাঁট মুঃ কম্পিঃ অপা-১
সহঃ/সিঃসঃস(কর্ম-৪)
জনবল-৩ সহ/সিঃসঃ সচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ সাঁট মুঃ কম্পিঃ অপা-১
সহঃ/সিঃসঃস(কর্ম-৫) শ্রমবাজার ও গবেষণা
জনবল-৪ সহ/সিঃসঃ সচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ অঃ সঃ কম্পিঃ অপা-১ অফিস সহায়ক- ১
যুগ্ম-সচিব (মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট)
জনবল-৩ অতিঃ সচিব/যুগ্মসচিব-১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা- ১ অফিস সহায়ক- ১
উপসচিব (মনিটরিং)
জনবল-৩ উপসচিব- ১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১ অফিস সহায়ক- ১
সহঃ/সিঃসঃস(মনিটরিং-১)
জনবল-৩ সহ/সিঃসঃ সচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ অঃ সহ কম্পিঃ অপা-১
সহঃ/সিঃসঃস(মনিটরিং-২)
জনবল-৪ সহ/সিঃসঃ সচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ অঃ সহ কম্পিঃ অপা-১ অফিস সহায়ক- ১
উপসচিব (এনফোর্সমেন্ট)
জনবল-৩ উপসচিব- ১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১ অফিস সহায়ক- ১
সহঃ/সিঃসঃস(এনফোর্সমেন্ট-১)
জনবল-৩ সহ/সিঃসঃ সচিব- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ অঃ সহ কম্পিঃ অপা-১
সহঃ/সিঃসঃস(এনফোর্সমেন্ট-২)
জনবল-৪ সহ/সিঃসঃ সচিব-১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১ অঃসহ কম্পিঃ অপা-১ অফিস সহায়ক-১
অতিঃ সচিব/যুগ্ম-সচিব (উন্ন
উপপ্রধান (পরিকল্পনা)
জনবল-৩ উপপ্রধান- ১ ব্যক্তিগত কর্মকর্তা-১ অফিস সহায়ক - ১
সহঃ/সিঃসঃপ্র(পরিকল্পনা-১)
জনবল-৪ সহ/সিঃসঃ প্রধান- ১ প্রশাসনিক কর্মকর্তা- ১ সাঁট মুঃ কম্পিঃ অপা-১ অফিস সহায়ক- ১
সহঃ/সিঃসঃপ্র(পরিকল্পনা-২)
জনবল-২ সহ/সিঃসঃ প্রধান- ১ অঃ সহ কম্পিঃ অপা-১

১ম শ্রেণীর জনবল				
ক্রঃ নং	পদের নাম	বিদ্যমান	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন	মোট
১.	সচিব	০১		০১
২.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব	০২	০২	০৪
৩.	উপসচিব	০৪	০৪	০৮
৪.	উপপ্রধান	০১	০০	০১
৫.	সহকারী/সিনিঃ সহকারী সচিব/ সচিবের একান্ত সচিব	১২	০৮	২০
৬.	সহকারী/সিনিঃ সহঃ প্রধান	০২	০১	০৩
৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০০	০১
৮.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০০	০১
	মোট =	২৪	১৫	৩৯

২য়/৩য়/৪র্থ শ্রেণীর জনবল				
ক্রঃ নং	পদের নাম	বিদ্যমান	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন	মোট
১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩	০৮	২১
২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৮	০৬	১৪
৩.	সাঁট-মুদ্রাঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ	০৮	০০	০৮
৪.	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	-	০১	০১
৫.	অফিস সহঃ কামঃ কম্পিঃ অপাঃ	০৭	০৮	১৫
৬.	ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপাঃ	০২	০০	০২
৭.	হিসাব রক্ষক	০১	০০	০১
৮.	ক্যাশিয়ার	০১	০০	০১
৯.	গাড়ী চালক	০৩	০০	০৩
১০.	ক্যাশ সরকার	০১	০০	০১
১১.	ডেসপাস রাইটার (ডিস্পার)	০১	০০	০১
১২.	অফিস সহায়ক-	১৫	১০	২৫
১৩.	ফরাস	০১	০২	০৩
১৪.	দারোয়ান	০০	০২	০২
১৫.	সুইপার	০০	০২	০২
১৬.	মালি / গার্ডেনার	০০	০১	০১
	মোট =	৬১	৪০	১০১

অফিস সরঞ্জামাদি			
নাম	বিদ্যমান	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন	মোট
মাইক্রোবাস	০২	০১	০৩
মোটর সাইকেল	০১	০০	০১
এয়ারকুলার	০২	০০	০২
ফ্রিজ	০০	০১	০১
টেলিভিশন	০০	০২	০২
ডেস্কটপ কম্পিউটার	২৬	১৪	৪০
ল্যাপটপ কম্পিউটার	০০	০২	০২
ফটোকপিয়ার	০৩	০২	০৫
ফ্যাক্স মেশিন	০১	০৩	০৪
ইন্টারকম	১৬	সমন্বিত টেলিফোন নীতি মালা ২০০৪ অনুযায়ী	১৬
কালার প্রিন্টার	০০	০১	০১
ফ্লুরোকেটিং মেশিন	০১	০০	০১
কম্পিউটার প্রিন্টার	০০	১৫	১৫
মোট =	৫২	৪১	৯৩

(ড. খোন্দ